ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-288 ■ 17 July, 2026 ■ আগরতলা ১৮ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ১ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন

টেকসই উন্নয়নের পথে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ঃ প্রধানমন্ত্রী

জিন্দ (হরিয়ানা), ১৭ জুলাই (আইএএনএস)।। 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের কারণে হরিয়ানার জিন্দ 'সুশাসনের মডেল' হয়ে উঠেছে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার জিন্দ থেকে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, ২০১৪ সালের আগে যদি উপসাগরীয় যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হত, তাহলে ভারতীয় রেলওয়ে কার্যত অচল হয়ে পড়ত, কারণ সেই সময় রেলের বড় অংশ ডিজেলের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

দেশের প্রথম ১০ কোচের হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন 'নমো গ্রিন রেল'-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথম পর্যায়ে এই ট্রেন হরিয়ানার জিন্দ থেকে রাজধানী সংলগ্ন সোনিপত পর্যন্ত চলবে। পাশাপাশি প্রায় ১৪,৭০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পেরও উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। এই প্রকল্পগুলি যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই প্রকল্পগুলি মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করবে এবং হরিয়ানার উন্নয়নের গতি বাড়াবে।"

হাইড্রোজেন ট্রেন সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হয়েছে এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের একটি সফল উদাহরণ। তাঁর দাবি, দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন "বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দীর্ঘতম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম।" তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বের মাত্র

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই ।। ত্রিপুরা পুলিশের শীর্ষস্তরে বড়সড় প্রশাসনিক রদবদল করল রাজ্য সরকার। একযোগে ৪৭ জন আইপিএস ও টিপিএস কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলে এই বদলিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উনকোটি জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার সুধান্বিকা আর. (আইপিএস)-কে বদলি করে সাইবার ক্রাইমের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ঋষভ (আইপিএস), যিনি উনকোটি জেলার নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। পূর্বে তিনি গোমতী জেলার এডিশনাল এসপি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।

অন্যদিকে, এতদিন সাইবার ক্রাইমের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বে থাকা নবদ্বীপ জমাতিয়া (আইপিএস)-কে টিএসআর

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিনিয়োগের বান্ধব রাজ্যের তালিকায় শীর্ষে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গোয়া ও ওড়িশা ঃ নীতি আয়োগ

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (আইএএনএস) ।। বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে দেশের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে নীতি আয়োগ। শুক্রবার প্রকাশিত ''ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলিনেস ইনডেক্স (আইএফআই)''-এ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গোয়া এবং ওডিশাকে ''টপ পারফর্মার'' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত এই সূচকের মূল লক্ষ্য হল প্রতিযোগিতামূলক ও সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমকে আরও শক্তিশালী করা এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সংস্কারকে উৎসাহিত করা।

এই সূচকে দেশের ২৮টি রাজ্য এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামো, ব্যবসার পরিবেশ, প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ, সরকারি নীতি, নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আর্থিক স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতার মতো একাধিক বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।

সামগ্রিক স্কোরের ভিত্তিতে রাজ্যগুলিকে চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ''টপ পারফর্মার'' (৫০-এর বেশি), ''ফ্রন্টরানার'' (৪৫-৫০), ''এমার্জিং পারফর্মার'' (৪০-৪৫) এবং ''অ্যাসপায়ারিং স্টেটস'' (৪০-এর নিচে)। প্রতিবেদনে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গোয়া ও ওডিশা ''টপ পারফর্মার'' হিসেবে স্থান পেয়েছে। এছাড়া ১৫টি রাজ্য ''ফ্রন্টরানার'' বিভাগে রয়েছে। বাকি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ''এমার্জিং পারফর্মার'' এবং ''অ্যাসপায়ারিং স্টেটস'' বিভাগে স্থান পেয়েছে। নীতি আয়োগ রাজ্যগুলিকে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিনটি ভাগে মূল্যায়ন করেছে বৃহৎ রাজ্য, পার্বত্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য, এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও সিটি স্টেট। বৃহৎ রাজ্যগুলির মধ্যে গুজরাট প্রথম, মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় এবং তামিলনাড়ু তৃতীয় স্থান দখল করেছে। এই তিনটি রাজ্যই সামগ্রিক সূচকেও শীর্ষ তিনে রয়েছে।

পার্বত্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরাখণ্ড প্রথম, অসম দ্বিতীয় এবং হিমাচল প্রদেশ তৃতীয় হয়েছে। অন্যদিকে, সিটি স্টেট বিভাগে গোয়া প্রথম, জম্মু ও কাশ্মীর দ্বিতীয়, দিল্লি তৃতীয় এবং চণ্ডীগড় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। নীতি আয়োগের মতে, জাতীয় স্তরের নীতিগত সংস্কার বিনিয়োগের সামগ্রিক দিশা নির্ধারণ করলেও বাস্তবে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত অবকাঠামো, কার্যকর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং স্থিতিশীল নীতিগত কাঠামো ভারতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, অধিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

বন্যায় কৃষকদের ক্ষতিপূরণ সহ বিভিন্ন দাবিতে সরব প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই ।। রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি, কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব এবং আইনশৃঙ্খলা-সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শানাল প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের বিভিন্ন নীতি ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

সাংবাদিক সম্মেলনে আশীষ কুমার সাহা বলেন, দেশের পাশাপাশি রাজ্যবাসীও একাধিক সমস্যার মুখোমুখি। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসে ব্যস্ত থাকলেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। তিনি দাবি করেন, সাম্প্রতিক টানা বর্ষণের ফলে রাজ্যের বহু এলাকা জলমগ্ন হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কৃষকরাও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি জানানো হলেও রাজ্য সরকার সেই উদ্যোগ নেয়নি, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বহু মানুষ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হন। একইভাবে ২০২৫ এবং চলতি বছরেও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থে সরকার পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, কয়েক মাস আগে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক ছিল না। অভিযোগ করে তিনি বলেন, সরকার নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আশীষ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আইজিএমে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ শিশু মৃত্যু ঘিরে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই ।। আগরতলার ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল (আইজিএম) হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ছয় মাসের এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত শিশুর নাম জয়দীপ দাস (৬ মাস)। বাড়ি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আর কে নগর বনিক্য চৌমুহনী এলাকায়। শিশুটির বাবা নিত্যানন্দ দাস হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তুলে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কের বেহাল দশা

দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই ।। বর্ষাকালে ত্রিপুরার জাতীয় সড়কগুলির বেহাল অবস্থা এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। শুক্রবার তিনি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, রাজ্যের প্রধান দুটি জাতীয় সড়ক এনএইচ-০৮ (চুড়াইবাড়ি - আগরতলা) এবং এনএইচ-২০৮, পাশাপাশি এনএইচ-১০৮ বি (কুমারঘাট - কৈলাশহর --- কমলপুর- খোয়াই- আগরতলা)-এর বিভিন্ন অংশের বেহাল অবস্থা বর্ষাকালে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি করছে। এর ফলে দৈনন্দিন যাতায়াত, পণ্য পরিবহণ এবং জরুরি পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, ন্যাশনাল হাইওয়েজ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড -এর ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদল অবিলম্বে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে জাতীয় সড়কগুলির বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যালোচনা করা হোক এবং এনএইচ-০৮, এনএইচ-২০৮ ও এনএইচ-১০৮ বি-কে দ্রুত চলাচলযোগ্য অবস্থায় রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা হোক।

চিঠিতে তিনি আরও আবেদন জানান, এনএইচআইডিসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে নির্দেশ দেওয়া হোক যাতে তিনি ত্রিপুরার ক্ষেত্রপর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে নির্মাণ ও মেরামতের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেন। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির উন্নয়ন ও সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন হলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে এবং রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

চোত্তাখলার ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

এসপি'র বিরুদ্ধে ডিজিপির কাছে অভিযোগ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার চোত্তাখলায় সিপিআই(এম)-এর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ১৫ জুলাই সংঘটিত অশান্তির ঘটনায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের (এসপি) বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলে রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি)-এর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। শুক্রবার পাঠানো ওই চিঠিতে তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়িত্ব নির্ধারণের দাবি জানিয়েছেন।

চিঠিতে জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সমাজবিরোধী শক্তিকে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি ভণ্ডুল করার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ২০২৪ সালের ১২ আগস্ট পঞ্চায়েত নির্বাচন চলাকালীন নিহত সিপিআই(এম) নেতা বাদল শীলের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ জুলাই চোত্তাখলায় একটি স্মরণসভা ও কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

বিরোধী দলনেতার দাবি, কর্মসূচির জন্য আগেই পুলিশের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। ১৩ জুলাই সিপিআই(এম)-এর একটি প্রতিনিধি দল বিলোনিয়ার বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের নেতৃত্বে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক (ডিএম) ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে বৈঠক করে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আবেদন জানায়। উভয় আধিকারিকই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিবাহিত যুবকের রহস্য মৃত্যু, খুনের অভিযোগ স্ত্রী সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৭ জুলাই।। সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার দুর্গাপুর এলাকায় এক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম রিপন মিয়া (২৩)। পরিবারের অভিযোগ, রিপনকে মারধর করে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রী পায়েল আক্তার, নানী শাশুড়ি এবং মামা শ্বশুর সত্তার মিয়ার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও পর্যন্ত পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জের প্রমোদনগর এলাকার বাসিন্দা রিপন মিয়ার সঙ্গে প্রায় তিন বছর আগে সোনামুড়ার দুর্গাপুর এলাকার এক তরুণীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তিনি স্ত্রীর বাড়িতেই বসবাস করতেন। পরিবারের দাবি, বিভিন্ন সময়ে রিপনের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হতো।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে মাত্র ৫০ টাকা নিয়ে বিবাদের জেরে রিপনকে তাঁর স্ত্রী, মামা শ্বশুর এবং নানী শাশুড়ি মিলে মারধর করেন। স্থানীয়দের দাবি, প্রথম দফায় প্রতিবেশীরা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চার মাস বেতনহীন ১০০ জন স্পেশাল এডুকেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জুলাই ।। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক বঞ্চনায় রেকর্ড গড়বে রাজ্য। টেট শিক্ষক, সমগ্র শিক্ষার পর এবার বেতনহীন শিক্ষা দপ্তরের স্পেশাল এডুকেটররা। যারা অন্যের ঘরের দিব্যাঙ্গ সন্তানদের মায়েদের মুখে হাসি ফুটাতে ব্যস্ত, আজ তাদের মায়েদের অশ্রুজল ঝরছে। চার

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

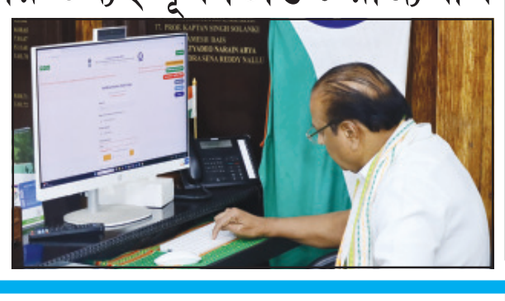

জনগণনা ২০২৭'র কর্মসূচির সূচনা

সম্পদ বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার তথ্যই মূল ভিত্তি ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই ।। রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নান্নু আজ লোক ভবনে সেলফ-এনুমারেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ''জনগণনা ২০২৭''-এর কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেলফ-এনুমারেশন পোর্টালের মাধ্যমে তিনি নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য নথিবদ্ধ করেন। এরপর

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৮ জুলাই ২০২৬ ইং
১ শ্রাবণ, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আসল অস্ত্র হরমুজ

হরমুজ প্রণালী কেবল একটি সংকীর্ণ জলপথ নয়, এটি বর্তমান ভূ-রাজনীতি ও ইরান-আমেরিকা সংঘাতের সবচেয়ে বড় কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সাম্প্রতিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ড্রোন কিংবা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও ইরান এই ভৌগোলিক ''চোক পয়েন্ট''কে তাহাদের অন্যতম প্রধান প্রতিরক্ষা ও আক্রমণাত্মক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করিতেছে।বিশ্বের মোট উৎপাদিত খনিজ তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (২০ু এর বেশি) এই হরমুজ প্রণালী দিয়া পরিবাহিত হয়। ইরান যদি এই পথ পুরোপুরি বা আংশিক বন্ধ করিয়া দেয়, তবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম এক ধাক্কায় আকাশছোঁয়া হইয়া যাইবে, যাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে ধসিয়ে দিতে পারে।হরমুজ প্রণালীর সবচেয়ে সংকীর্ণ অংশটি মাত্র ২১ মাইল চওড়া, যাহার মধ্যে জাহাজ চলাচলের লেনটি মাত্র ২ মাইল। এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ইরান তাহার উপকূলবর্তী ক্ষেপণাস্ত্র, মাইন এবং নৌবাহিনীর ছোট স্পিডবোট ব্যবহার করিয়া খুব সহজেই যেকোনো বাণিজ্যিক বা যুদ্ধজাহাজের গতিপথ অবরুদ্ধ করিতে পারে। অত্যাধুনিক ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করিবার প্রযুক্তি আমেরিকার (যেমন প্যাট্রিয়ট ডিফেন্স সিস্টেম) রহিয়াছে। কিন্তু হরমুজের মতো একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ বন্ধ হইয়া গেলে যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হইবে, সামরিক শক্তি দিয়াও পেন্টাগন তাহা রাতারাতি সামাল দিতে পারিবে না।তাই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন-মিসাইলের চেয়েও প্রাচীন এই সমুদ্র-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং একে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করিবার নীতিই বর্তমানে ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী চাল।

হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়া যুদ্ধের আগেও যুদ্ধের মধ্যে এত ঢাকঢোল পিটাইয়াও শেষমেশ ওয়াশিংটন কার্যত পিছাইয়ায়ে গেল কেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, এক কথায় এর উত্তর হইলো, তেহরান তার ভৌগোলিক অবস্থানকে নিঁখুত ভাবে ব্যবহার করিয়া হরমুজ প্রণালীকে 'চোক পয়েন্ট' হিসাবে কাজে লাগাইয়াছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে হরমুজ নিয়ন্ত্রণে রাখা হোয়াইট হাউসের কাছে সামরিক ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে সাধ্যাতীত রকমের ব্যয়বহুল

হইয়া দাঁড়াইয়াছে।ভৌগোলিক অবস্থানকে রণাঙ্গনে কৌশলগত ভাবে ব্যবহার করা হইতেছে প্রাচীন কাল থেকেই। ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখা যায়, প্রায় ২ হাজার ৪০০ বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব ৪০৮ অব্দে গ্রিকরা পারস্য সম্রাট প্রথম জার্কসিজ-এর বিশাল নৌবাহিনীকে সালামিস প্রণালীতে পর্যুদস্ত করে। ইতিহাসে সালামিসের যুদ্ধ নামে পরিচিত এই যুদ্ধ

হইয়াছিল এক ধারে অ্যাথেন্স নগরী সংলগ্ন অ্যাটিকা ও অন্য ধারে সালামিস-এর মধ্যে দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল ও প্রস্থে প্রায় ১.৬ মাইল ছোট্ট জলপথে, যাহা সালামিস প্রণালী নামে বিখ্যাত।২৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর এই যুদ্ধ হয়। পারস্যরাজ প্রথম জার্কসিজ-এর আটশো রণতরীর বিশাল নৌ-বাহিনীকে ঠেকাইতে অ্যাথেন্স, কোরিন্থ, স্পার্টা আর ইজিনা সহ ২১টা গ্রিক নগররাষ্ট্রের যৌথ নৌবাহিনীর ছিল ৩৭১-৩৭৮টা তিন ধাপে দাঁড়টানা এবং পালতোলা অত্যন্ত দ্রুতগতির লম্বা ছিপ নৌকা (যা ট্রাইরিম নামে পরিচিত)। ইজিয়ান সাগরে এই ছিপ নৌকা নিয়া পারসিক নৌ-বাহিনীর মোকাবিলা করা অসম্ভব বুঝিয়া গ্রিক নৌ-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক থেমিস্টোক্লেস তাহাদের সুকৌশলে সঙ্কীর্ণ সালামিস প্রণালীতে টানিয়া আনেন।সঙ্কীর্ণ সালামিস প্রণালীতে বিশাল পারসিক নৌবহরের নড়াচড়াই মুশকিল হইয়া দাঁড়ায়। এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন থেমিস্টোক্লেস। দ্রুতগতির গ্রিক ট্রাইরিমগুলো পারসিক রণতরীর উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে, গ্রিক সেনারা রণতরীতে বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া পড়ে সেগুলো দখল নিতে থাকে। ফলে সালামিস প্রণালীতে কার্যত গায়ে গা লাগাইয়া স্থাণুবৎ জার্কসিজ বাহিনীর জাহাজ একের পর এক ধ্বংস হইতে থাকে। এর মধ্যে পারস্য নৌ-বাহিনীর অন্যতম অ্যাডমিরাল, সম্রাট প্রথম জার্কসিজ-এর ভাই অ্যারিয়াবিগনেস নিহত হইলে পারসিকরা কার্যত নেতৃত্বহীন হইয়া যায়। খানিকটা দিশেহারাও হইয়ে পড়ে। শেষমেশ শ'তিনেক জাহাজের সলিল সমাধির পরে পারসিক নৌবাহিনী পিছু হঠে। সালামিস প্রণালীতে পারসিক নৌ-বাহিনীর কার্যত আটকে যাওয়াই 'চোক পয়েন্ট' হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমান যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়িয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই যুদ্ধের আসল অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে হরমুজ প্রণালী। ইহা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাইবে না। আদি অনন্তকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহাই সত্য বলিয়া মানিয়া নিতে হইবে।হরমুজ প্রণালীকে যুদ্ধের আসল অস্ত্র বলা হয় কারণ এটি বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল জলপথ, যাহা বন্ধ হইলে বৈশ্বিক অর্থনীতি ধসিয়া পড়িতে পারে। ভৌগোলিক ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে এই সংকীর্ণ জলপথটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি বিশাল হাতিয়ার। বিশ্বের মোট উৎপাদিত অপরিশোধিত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (২০ু) এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি বিশাল অংশ এই প্রণালী দিয়া পরিবাহিত হয়। প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল এখান দিয়ে যায়।ওমান ও ইরানের মধ্যবর্তী এই প্রণালীটি অত্যন্ত সংকীর্ণ। এর সবচেয়ে সরু অংশটি মাত্র ২১ মাইল (৩৩ কিলোমিটার) চওড়া, যাহার মধ্যে জাহাজ চলাচলের জন্য মাত্র ২ মাইলের দুটি লেন রহিয়াছে। ফলে এটিকে সহজেই সামরিকভাবে অবরুদ্ধ করা সম্ভব।প্রণালীটির একটি বড় অংশ ইরানের জলসীমার মধ্যে পড়ে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে যেকোনো বড় সংঘাত বা যুদ্ধের সময় ইরান এই প্রণালী বন্ধ করিবার হুমকি দেয়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের ওপর চাপ সৃষ্টি করিবার জন্য ইরানের সবচেয়ে বড় ''কৌশলগত কার্ড''।সৌদি আরব বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের কিছু বিকল্প পাইপলাইন থাকিলেও, পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস রপ্তানির জন্য হরমুজ প্রণালীর কোনো পূর্ণাঙ্গ বিকল্প নাই। এই প্রণালীটি মাত্র কয়েকদিনের জন্য বন্ধ বা অবরুদ্ধ হইলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম আকাশচুম্বী হইবে, যাহা বিশ্বজুড়িয়া তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, শেয়ার বাজারে ধস এবং অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি করিবে।কোনো দেশ সরাসরি যুদ্ধ না করিয়াও কেবল হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করিবার হুমকি দিয়া পুরো বিশ্বকে জিম্মি করিতে পারে। একারণেই একে সামরিক ও অর্থনৈতিক যুদ্ধের অন্যতম প্রধান 'অস্ত্র' হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

নমস্তে: সাফাই কর্মীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার উদ্যোগ

সুধাংশ পন্থ

ভূমিকা:--- শহুরে স্যানিটেশন কর্মীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের নমস্তে (ন্যাশনাল অ্যাকশন ফর মেকানাইজড স্যানিটেশন ইকোসিস্টেম) প্রকল্প, একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যেই সারা দেশে ৯০ হাজারেরও বেশি সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের সাথে যুক্ত কর্মী এবং আড়াই লক্ষেরও বেশি বর্জ্য সংগ্রহকারী যুক্ত হয়েছেন।এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মীদের জন্য একটি সমন্বিত সহায়তা প্যাকেজ প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কর্মীদের ডিজিটাল প্রোফাইলিং, আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-র আওতায় স্বাস্থ্যবিমা, পেশাগত নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিতরণ এবং স্যানিটেশন যানবাহন কেনার জন্য মূলধনী ভর্তুকি ও সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা।

নমস্তে প্রকল্পের অন্যতম বড় সাফল্য হলো ভারতের শহরাঞ্চলের স্যানিটেশন কর্মীদের নিয়ে প্রথমবারের মতো একটি বৃহৎ ডিজিটাল ডেটাবেস তৈরি করা। ৪ হাজার আটশোরও বেশি নগর স্থানীয় সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ডেটাবেস গড়ে তোলা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি নথিতে উপেক্ষিত থাকা এই কর্মীদের ডিজিটাল প্রোফাইলিং, স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে যাচাই এবং আধারভিত্তিক প্রমাণীকরণের ফলে তাঁরা এখন সরকারি স্বীকৃতি, বিভিন্ন সামাজিক সুবিধা এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতায় সহজে আসতে পারছেন।পরিবর্তনের গল্প: ম্যানহোল থেকে মেশিনহোলে নমস্তে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাফাই কর্মীদের জীবনযাত্রায় যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, এই অংশে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ম্যানুয়াল পরিষ্কারের কাজ থেকে সরে এসে তাঁরা এখন নিরাপদ কর্মসংস্থান, উন্নত সামাজিক সুরক্ষা এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছেন।

'ম্যানুয়ালি নর্দমা ও সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার কাজ আমাদের সম্মান ও পরিচিতিকে ক্ষুণ্ণ করত। আমরা চাইতাম আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ যেন ভালো হয়। আজ আমার ছেলে মেশিন চালায়, আর আমাদের আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজের উপর নির্ভর করতে হয় না। এখন আমাদের কাজকে সম্মান করা হয়, আয়ও স্থিতিশীল হয়েছে। জীবনের এই পরিবর্তনে আমরা গর্বিত।' শকুন্তলা দেবী

রাজস্থানের রাতানগড়ের বাসিন্দা শকুন্তলা দেবী এবং তাঁর স্বামী বহু বছর ধরে একটি বেসরকারি ঠিকাদারের অধীনে নর্দমা ও সেপটিক ট্যাঙ্ক হাতে পরিষ্কার করার কাজ করতেন। এটি ছিল তাঁদের পরিবারের বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসা পেশা। সীমিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিরাপত্তা সরঞ্জামের অভাব এবং সামাজিক সুরক্ষা না থাকায় তাঁদের মাসিক আয় ছিল মাত্র প্রায় ১৫ হাজার টাকা। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তাঁদের সন্তানদের এই পেশায় আসতে দেবেন না। নমস্তে প্রকল্পের ফলে তাঁদের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা মূলধনী ভর্তুকি এবং সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা পান। সেই অর্থে একটি ডি-স্লাজিং মেশিন কেনা হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। বর্তমানে শকুন্তলা দেবীর বড় ছেলে নিরাপদ ও আধুনিক পদ্ধতিতে নিজেই স্যানিটেশন যান পরিচালনা করেন। মেশিনের মাধ্যমে ডি-স্লাজিং পরিষেবা দেওয়ায় তাঁদের মাসিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পরিবারটি সফলভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ম্যানহোল পরিষ্কার থেকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এর ফলে আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের ঝুঁকি কমেছে এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদাও বেড়েছে। শকুন্তলা দেবীর ভাষায়, নমস্তে প্রকল্প শুধু তাঁদের আয় বাড়ায়নি, তাঁদের পেশার মর্যাদাও ফিরিয়ে দিয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে যে আগামী প্রজন্মকে আর কখনও এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হবে না।

তেলেঙ্গানার খাম্মাম জেলার বাসিন্দা শিবরাত্রি রামানা, শিবরাত্রি গোপী এবং শিবরাত্রি মহেশ দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে নর্দমা ও সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজ করতেন। অনিয়মিত এই কাজে তাঁদের মাসিক আয় ছিল মাত্র ৮ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা। কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের পাশাপাশি প্রতিদিনই তাঁদের বিষাক্ত পরিবেশে কাজ করতে হতো। নিরাপত্তা সরঞ্জাম, সামাজিক সুরক্ষা বা স্থায়ী কর্মসংস্থানের কোনও সুযোগ ছিল না। পরিস্থিতির পরিবর্তন আসে যখন তাঁরা একটি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) গঠন করেন এবং স্বচ্ছতা উদ্যামী যোজনা-র আওতায় সহায়তা পান। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা একটি যান্ত্রিক ডি-স্লাজিং গাড়ি সংগ্রহ করেন এবং নগর স্থানীয় সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্যানিটেশন পরিষেবা দিতে শুরু করেন।

বর্তমানে তাঁদের উদ্যোগ থেকে ঋণের কিস্তি ও অন্যান্য খরচ মিটিয়ে প্রতি মাসে প্রায় ৭০ হাজার টাকা নিট আয় হচ্ছে। শুধু আয়ই বাড়েনি, ঝুঁকিপূর্ণ স্যানিটেশন কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার প্রয়োজনও অনেক কমেছে। এখন তাঁদের কর্মপরিবেশ অনেক বেশি নিরাপদ, জীবিকা সম্মানজনক এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। তাঁদের পরিবারও আগের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অনুভূতি পাচ্ছে। রামানা, গোপী ও মহেশের এই সাফল্যের গল্প প্রমাণ করে, সঠিক সরকারি সহায়তা পেলে স্যানিটেশন কর্মীরাও সমাজের মূল ধারায় ফিরে এসে ঝুঁকিপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক শ্রম থেকে মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী জীবিকার পথে এগিয়ে যেতে পারেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থায় ভরসা: প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা সিকিমের গ্যাংটকের বাসিন্দা নিম দর্জি ভুটিয়া-র কাছে সাফাই কর্মীর কাজই ছিল পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। নর্দমা পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে প্রতিদিনই তাঁকে বিষাক্ত বর্জ্য, ভারী যন্ত্রপাতি এবং নানা ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে হতো। প্রতি মাসে প্রায় ১০ হাজার টাকা আয় করে তিনি বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সংসার চালাতেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ায় সামান্য সময়ের জন্যও কাজ বন্ধ হয়ে গেলে গোটা পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ত। নমস্তে প্রকল্পের আওতায় তাঁর ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি হয় এবং তাঁকে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-র সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থায় আর্থিক সুরক্ষা প্রদান। এর কিছুদিন পর কর্মস্থলে এক গুরুতর দুর্ঘটনায় তাঁর হাত মারাত্মকভাবে জখম হয়। দ্রুত অস্ত্রোপচার এবং দীর্ঘ সময় হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। পরিবারের সীমিত সঞ্চয় ও বাড়তি দায়িত্বের কারণে এক লক্ষ টাকারও বেশি চিকিৎসা ব্যয় তাঁদের জন্য বড় সংকট হয়ে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা-র আওতায় সম্পূর্ণ চিকিৎসার খরচ বহন করা হয়, ফলে নিম দর্জি ভুটিয়া ঋণের বাড়তি চাপ ছাড়াই সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই সহায়তা শুধু আর্থিক স্বস্তিই দেয়নি, বরং তাঁর পরিবারকে প্রথমবারের মতো প্রকৃত নিরাপত্তার অনুভূতি দিয়েছে এবং সরকারি সহায়তা ব্যবস্থার ওপর তাঁদের আস্থা আরও দৃঢ় করেছে।

নিম দর্জি ভুটিয়ার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয়, সাফাই কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার অভাব কতটা বড় ঝুঁকি। সময়মতো সরকারি সহায়তা পৌঁছালে তা শুধু চিকিৎসার খরচই বহন করে না, একটি পরিবারের ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত করে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:— নমস্তে প্রকল্পের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হচ্ছে। এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে নর্দমা সাফাই কর্মী, এফএসটিপি/এসটিপি কর্মীদের মতো অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ পেশার শ্রমিকদের। একই সঙ্গে এই প্রকল্প গ্রামীণ এলাকাতেও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এই সম্প্রসারণের লক্ষ্য হলোদেশের প্রতিটি স্যানিটেশন কর্মী, তাঁদের কর্মক্ষেত্র বা ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে, যেন স্বীকৃতি, সুরক্ষা এবং যথাযথ সহায়তা পান। নমস্তে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য কেবল একটি কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন নয়; বরং এমন একটি পূর্ণাঙ্গ, যান্ত্রিক, দ্বায়বদ্ধতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে ঝুঁকিপূর্ণ ম্যানুয়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এমন স্যানিটেশন কর্মীদল গড়ে তোলা প্রয়োজন, যারা হবে দক্ষ, প্রশিক্ষিত, সুরক্ষিত ও ক্ষমতায়িত। পাশাপাশি শহর ও গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে তাঁদের অধিক্ষেত্রের সমস্ত স্যানিটেশন কর্মীর দায়িত্ব নিতে হবে। একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত ও আধুনিক সরঞ্জামসমৃদ্ধ বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারী এবং সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণও জরুরি, যাতে সাফাই কর্মীদের মর্যাদা ও অবদানকে যথাযথ সম্মান জানানো হয়।

লেখক: শ্রী সুধাংশ পন্থ (আইএএস), সচিব, সমাজকল্যাণ ও ক্ষমতায়ন বিভাগ, ভারত সরকার।

পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রসার বৃদ্ধি: উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য কার্যকর পথরেখা

ব্রিকস (বিআরআইসিএস)-এর সভাপতিত্ব ভারতের সামনে এমন একটি সুযোগ এনে দিয়েছে, যার মাধ্যমে সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও টেকসই ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে কার্যকর পথরেখাগুলোকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব—

শ্রী শ্রীপাদ নায়েক
কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা, জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং জলবায়ু সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের তীব্রতার এই সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে একটি জরুরি কাজ হলো এমন জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা হবে পরিচ্ছন্ন, অধিকতর নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য; এবং একই সাথে তা উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর উন্নয়নের প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ক্রমশ জ্বালানি নিরাপত্তা, শিল্প প্রবৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হচ্ছে। এটি জ্বালানির অস্থিতিশীল বাজারের ঝুঁকি কমাতে, জ্বালানি প্রাপ্তির সুযোগ বাড়াতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে, দেশীয় শিল্পকে শক্তিশালী করতে এবং জাতীয় সক্ষমতা ও সহনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে। তবে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির পথে যাত্রার কোনো একক বা অভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে না। এই পদ্ধতিগুলোকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশের পরিস্থিতি, সম্পদের প্রাপ্যতা এবং উন্নয়নের অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

ঠিক এখানেই উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্রিকস (বিআরাইসিএস) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রসারকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মতো অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

ভারতের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উদ্যোগটি শুরু হওয়া উচিত মানুষকে কেন্দ্র করেই।

গত এক দশকে, ''প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা''---সৌভাগ্য---এর আওতায় প্রায় ২ কোটি ৮৬ লক্ষ পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা সর্বজনীন বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়েছে এবং গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে। ''প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'' (পিএমিউওয়াই)-এর আওতায় নারীদের ১০ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি এলপিজি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা রান্নার কাজে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে, গৃহস্থালির স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে এবং দৈনন্দিন গৃহকাজের কঠোর পরিশ্রম কমাতে সহায়তা করেছে। এই উদ্যোগগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে তুলে ধরে: পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গ্রহণের বিষয়টি কেবল কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত হলো তার ওপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা যায় না; বরং এর পরিমাপ হওয়া উচিত সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা, শক্তিশালী হওয়া জীবিকা এবং উন্নত জীবনযাত্রার মানের নিরিখে।

মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই পদ্ধতির পাশাপাশি প্রয়োজন ব্যাপক পরিসর এবং সহায়ক অবকাঠামো। ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি যাত্রায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে, তবে এর সাফল্য নির্ভর করে সেই সব ব্যবস্থার ওপর যা একে সহায়তা করে।

সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ দ্রুত স্থাপন করা সম্ভব হলেও, এদের পূর্ণ সম্ভাবনা তখনই কাজে লাগানো যাবে যখন বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, সংরক্ষণ এবং গ্রিড ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো একে অপরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করবে।

পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রসারে সহায়ক ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন অবকাঠামোর ধারাবাহিক সম্প্রসারণের পাশাপাশি জ্বালানি সংরক্ষণ এবং গ্রিডের নমনীয়তা বা ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ানোর ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার সংস্কার এবং উন্নত গ্রিড প্রযুক্তির ব্যবহার এমন একটি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করছে যা অধিকতর সাড়া প্রদানে সক্ষম ও নির্ভরযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান হারে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে নিজের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

বর্তমানে ভারতের জীবাশ্ম-জ্বালানি বহির্ভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৮৮ গিগাওয়াট (জিডব্লিউ) ছাড়িয়ে গেছে। বৃহৎ পরিসরের বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর পাশাপাশি, ''ডিস্ট্রিবিউটেড রিনিউয়েবল এনার্জি'' বা বিকেন্দ্রীভূত নবায়নযোগ্য শক্তি (ঙ্গট্রক্ক) ব্যবস্থাযেমন রুফটপ সোলার, সোলার পাম্প, মিনি-গ্রিড ও মাইক্রো-গ্রিডের মাধ্যমেগ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি বা বিদ্যুতের সুবিধা ক্রমশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই ব্যবস্থাগুলো সেচ কার্যক্রম, হিমাগার, বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগকে সহায়তা করার পাশাপাশি গ্রামীণ জীবিকা ও স্থানীয় অর্থনীতির সক্ষমতা জোরদার করছে।

ভারতের ''প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর: মুফত বিজলি যোজনা'' এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাপক পরিসরে বাস্তবায়িত করছে। প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচির সুফল পেয়েছে; এর ফলে ভোক্তারা একটি অধিকতর বিকেন্দ্রীভূত ও অংশগ্রহণমূলক জ্বালানি ব্যবস্থার অংশীদার হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছেন।

তবে, পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে অর্থায়ন অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। অনেক উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশেই নবায়নযোগ্য শক্তির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বড় আকারের ও ব্যাংক-অর্থায়নের উপযোগী প্রকল্পে রূপান্তর করতে হলে সাশ্রয়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আগামী দিনগুলোতে নবায়নযোগ্য শক্তি, সঞ্চালন অবকাঠামো, গ্রিড আধুনিকীকরণ, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠবে। ''নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক''-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিচ্ছন্ন শক্তি প্রযুক্তির জন্য স্থিতিস্থাপক ও বৈচিত্র্যময় সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সমানভাবে জরুরি। উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উৎপাদন, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা অপরিহার্য। ভারত যখন ব্রিকস (বিআরাইসিএস)-এর সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করছে, তখন সহযোগিতার এমন একটি দূরদর্শী কাঠামো জোরদার করার সুযোগ রয়েছেযা জ্বালানির সাশ্রয়ী মূল্য, বড় পরিসরে বাস্তবায়ন, নির্ভরযোগ্যতা, প্রযুক্তির প্রাপ্যতা, স্থিতিস্থাপক সরবরাহ ব্যবস্থা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করবে।

মূল চ্যালেঞ্জটি কেবল পরিচ্ছন্ন শক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা নয়, বরং এমন জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যুবকদের জন্য এসএইচজি সিড মানি, সিআইজি/জেএলজি ঋণ এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ কর্মসূচিতে বনমন্ত্রী অনিমেষ।

কেরলে বাম শিবিরে বাড়ছে টানাপোড়েন: উপনেতা পদ নিয়ে মুখোমুখি সিপিআই(এম) ও সিপিআই

তিরুবনন্তপুরম, ১৭ জুলাই (আইএএনএস): কেরল বিধানসভায় বিরোধী দলের উপনেতা পদকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম) ও সিপিআইয়ের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করেছে। ক্ষমতা হারানোর পর এটি বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ)-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অভ্যন্তরীণ সংঘাত হিসেবে দেখা দিচ্ছে। দীর্ঘদিনের দুই শরিক দলের সম্পর্কের টানাপোড়েনও নতুন করে সামনে এসেছে।

১৯৬৪ সালে সিপিআই থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিপিআই(এম)-এর জন্ম হয়। তারপর থেকে দুই দল আদর্শগতভাবে বামপন্থী হলেও বিভিন্ন সময়ে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে।

বর্তমান বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে কেরল বিধানসভার বিরোধী দলের উপনেতা পদ। এলডিএফের বড় শরিক সিপিআই(এম) এই পদ ছাড়তে রাজি নয়। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক সিপিআই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই পদ ছাড়া অন্য কোনও প্রস্তাবে তারা রাজি হবে না।

বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান পদ দেওয়ার প্রস্তাবও সিপিআই প্রত্যাখ্যান করেছে। দলের সাধারণ সম্পাদক ডি. রাজা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, এই ইস্যুতে কোনও আপস করবে না সিপিআই।

এই সংঘাত নতুন নয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের দীর্ঘ শাসনামলেও একাধিকবার সিপিআই নিজেদের স্বাধীন অবস্থান তুলে ধরেছিল। এক পর্যায়ে মতবিরোধের জেরে সিপিআইয়ের চার মন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠক বয়কটও করেছিলেন, যা ছিল নজিরবিহীন ঘটনা।

সম্প্রতি কেন্দ্রের পিএম-শ্রী স্কুল প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত থেকেও রাজ্য সরকারকে সরে আসতে বাধ্য করেছিল সিপিআই। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়াই কেন্দ্রের সঙ্গে ওই চুক্তিতে সই করেছিলেন। এই ঘটনাও শরিক দলের ওপর সিপিআইয়ের প্রভাব ও স্বাধীন অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিরোধী দলের উপনেতা পদকে ঘিরে বর্তমান বিরোধ শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক পদ নিয়ে নয়। সিপিআই মনে করছে, এই পদ পেলে এলডিএফের মধ্যে সিপিআই(এম)-এর প্রভাবের ভারসাম্য কিছুটা রক্ষা করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, সিপিআই(এম)-এর আশঙ্কা, এই দাবি মেনে নিলে দলের কর্তৃত্ব দুর্বল হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ বাড়তে পারে।

বিতর্ক এখন আদর্শগত ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছে। দুই দলের মুখপত্রে কেরলের বাম আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশেষ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সি. অচ্যুত মেননের উত্তরাধিকার নিয়ে দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে।

কেরলের অন্যতম সফল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত অচ্যুত মেনন ভূমি সংস্কার, এক লক্ষ আবাসন প্রকল্প এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে সিপিআইয়ের অভিযোগ, তাঁর অবদানকে সিপিআই(এম) কখনও যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি।

ফলে, একটি বিধানসভা পদের দাবি ঘিরে শুরু হওয়া এই বিরোধ এখন কেরলের বাম রাজনীতিতে প্রভাব, ঐতিহ্য এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রশ্নে বড় রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত হয়েছে। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে একসঙ্গে থাকা এলডিএফের অভ্যন্তরীণ ঐক্য নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

‘দারুণ উদ্যোগ, ভারত!’ দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের সূচনায় প্রশংসায় প্রাক্তন ইউএনইপি প্রধান এরিক সোলহেইম

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (আইএএনএস): ভারতের প্রথম হাইড্রোজেনচালিত ট্রেনের উদ্বোধনের আগে দেশের এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি-র প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক এরিক সোলহেইম। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তিনি লেখেন, “দারুণ উদ্যোগ, ভারত!”

সোলহেইম বলেন, এই প্রকল্পে অত্যাধুনিক প্রপালশন প্রযুক্তির পাশাপাশি হাইড্রোজেন সংরক্ষণ, জ্বালানি ভরার ব্যবস্থা এবং পরিচালনাগত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। তাঁর মতে, এই উদ্যোগ ভারতের পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রেল পরিবহনের সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার হরিয়ানার জিন্দ থেকে দেশের প্রথম হাইড্রোজেনচালিত ট্রেনের সূচনা করবেন। জিন্দ থেকে সোনিপত রুটে চলাচলকারী এই ট্রেনে মোট ১০টি কোচ রয়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম হাইড্রোজেনচালিত যাত্রীবাহী ট্রেন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

রেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ট্রেনটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার। প্রচলিত বৈদ্যুতিক বা ডিজেলচালিত ট্রেনের মতো নয়, এই ট্রেনে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে প্রোটন এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তির মাধ্যমে। ট্রেনে সংরক্ষিত হাইড্রোজেন এবং বাতাসের অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, যা ট্রেনের মোটর চালাবে।

এই প্রক্রিয়ায় কেবল জলীয় বাষ্প এবং তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে এটি প্রায় শূন্য কার্বন নির্গমনকারী পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা।

ট্রেনটিতে দুটি হাইড্রোজেনচালিত পাওয়ার কার এবং আটটি ট্রেলার কোচ রয়েছে। প্রতিটি পাওয়ার কার ১,২০০ কিলোওয়াট (প্রায় ১,৬০০ অশ্বশক্তি) শক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম। প্রায় ২,৬০০ জন যাত্রী বহনের ক্ষমতা রয়েছে এই ট্রেনের।

প্রকল্পের অংশ হিসেবে জিন্দে ভারতীয় রেল দেশের প্রথম সমন্বিত রেলওয়ে হাইড্রোজেন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছে। সেখানে ইলেক্ট্রোলাইসিস পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিশেষ রিফুয়েলিং স্টেশনের মাধ্যমে ট্রেনে জ্বালানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কেন্দ্র প্রায় ৩,০০০ কেজি হাইড্রোজেন সংরক্ষণ করতে সক্ষম।হাইড্রোজেন অত্যন্ত দাহ্য হওয়ায় ট্রেন ও রিফুয়েলিং ব্যবস্থায় একাধিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন লিক ডিটেক্টর, আগুন, তাপ ও ধোঁয়া শনাক্তকারী সেন্সর, স্বয়ংক্রিয় বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এবং কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।

রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, এই প্রকল্প স্বাধীন নিরাপত্তা মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পাশাপাশি পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস সেফটি অর্গানাইজেশন-এর সমস্ত বিধি মেনে তৈরি করা হয়েছে।

মন্ত্রকের মতে, দেশের ব্রডগেজ রেলপথের ৯৯ শতাংশেরও বেশি বিদ্যুতায়নের পর সবুজ পরিবহনের পথে এটি ভারতীয় রেলের পরবর্তী বড় পদক্ষেপ। পাশাপাশি, এই প্রকল্প জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন এবং ভারতের দীর্ঘমেয়াদি নেট-জিরো কার্বন নির্গমন লক্ষ্যমাত্রা পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যতে ঐতিহ্যবাহী রেলপথ-সহ আরও বিভিন্ন রুটে হাইড্রোজেনচালিত ট্রেন চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে।

মুর্শিদাবাদে স্কুলভ্যান-ট্রেন সংঘর্ষ: মদ্যপ অবস্থায় গেট বন্ধ না করায় গ্রেফতার গেটম্যান, প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতির ইঙ্গিত

কলকাতা, ১৭ জুলাই (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে স্কুলভ্যান ও ট্রেনের মর্মান্তিক সংঘর্ষে তিন স্কুলপড়ুয়াসহ চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে গেটম্যানের চরম গাফিলতির অভিযোগ উঠে এসেছে। পুলিশ ও রেলওয়ের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, দায়িত্বে থাকা গেটম্যান মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং দ্রুতগতিতে ট্রেন আসার খবর পাওয়া সত্ত্বেও রেলগেট বন্ধ করেননি।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, নিমতিতা-কাটোয়া লোকাল ট্রেন ডাউন লাইনে দ্রুতগতিতে আসছিল। সেই খবর গেটম্যানকে জানানো হলেও তিনি রেলগেট নামাননি। ফলে ট্রেন আসার বিষয়টি বুঝতে না পেরে স্কুলভ্যানের চালক রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক সেই সময় ট্রেনটি ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তিন স্কুলপড়ুয়াসহ চারজনের মৃত্যু হয়।

ঘটনার পর গুরুতর কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট গেটম্যানকে প্রথমে সাময়িক বরখাস্ত করে রেল কর্তৃপক্ষ। পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সময়ও তিনি দৃশ্যত মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই গেটম্যানের বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিকবার মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি করার অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তাঁদের দাবি, অনেক সময় ট্রেন চলে যাওয়ার পরও তিনি রেলগেট খুলতে ভুলে যেতেন, যার ফলে দীর্ঘ সময় যানজটের সৃষ্টি হতো। স্থানীয়দের আশঙ্কা ছিল, একদিন গেট বন্ধ করতে ভুলে গেলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শুক্রবার সেই আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হয়েছে বলে তাঁদের দাবি।

এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিন স্কুলপড়ুয়ার মৃত্যু হলেও আরও চারজন, যার মধ্যে তিনজন ছাত্রছাত্রী, গুরুতর আহত অবস্থায় বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে গেটম্যানের গাফিলতির অভিযোগ সামনে এলেও রেল অবকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়েও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। গেটম্যান সরকারি কর্মী নাকি চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন, তিনি যথাযথ প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন কি না, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখার দাবি জানান তিনি।

পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে গেটম্যানের অবহেলাকেই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হলেও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উড়ান প্রকল্পে দিল্লির সঙ্গে প্রথম সরাসরি বিমান পরিষেবা পেল দমন, বললেন রাম মোহন নাইডু

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উড়ান প্রকল্পের হাত ধরে প্রথমবারের মতো দিল্লির সঙ্গে সরাসরি বিমান পরিষেবা পেল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দমন। শুক্রবার এক সরকারি বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়ে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রাম মোহন নাইডু বলেন, এই পরিষেবা পর্যটন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

দমনের নবনির্মিত নামো বিমানবন্দর থেকে অ্যালায়েন্স এয়ারের দমন-দিল্লি-দমন রুটের উদ্বোধনী উড়ানের সূচনা করেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, “এটি দমনের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এতদিন সড়কপথে দিল্লি পৌঁছতে যেখানে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা সময় লাগত, এখন বিমানপথে মাত্র আড়াই ঘণ্টায় সেই যাত্রা সম্ভব হবে।”

মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির উড়ান প্রকল্প দেশের আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট শহরগুলিকে দেশের বড় শহরগুলির সঙ্গে বিমানপথে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড এয়ার স্টেশন দমন-এ অবস্থিত দ্বৈত-ব্যবহারযোগ্য নামো বিমানবন্দর-এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ৫ জুন। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে।২৫ একর জমির উপর ১২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বিমানবন্দরে ৩,৭০০ বর্গমিটারের একটি আধুনিক টার্মিনাল রয়েছে। প্রতিদিন ১৪টি এটিআর বিমান পরিচালনার সক্ষমতা রয়েছে এবং বছরে প্রায় ৩.৬৭ লক্ষ যাত্রী পরিষেবা নিতে পারবেন।

রাম মোহন নাইডু বলেন, দমন, দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি মিলিয়ে ৭,০০০-এরও বেশি শিল্প সংস্থা রয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবেশী ভাপি ও ভালসাদ এলাকায় আরও প্রায় ১৫,০০০ শিল্প ইউনিট রয়েছে। উন্নত বিমান যোগাযোগের ফলে ব্যবসায়িক যাতায়াত সহজ হবে, নতুন বিনিয়োগ আসবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

তিনি আরও জানান, প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ পর্যটক দমন সফরে আসেন। নতুন বিমান পরিষেবা চালু হওয়ায় পর্যটকের সংখ্যা আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া ভবিষ্যতে এয়ারবাস এ৩১০-সহ বড় আকারের বিমান অবতরণের উপযোগী করে রানওয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। একই সঙ্গে মুম্বই, সুরাট, আহমেদাবাদ এবং পাটনার মতো শহরের সঙ্গে বিমান যোগাযোগ আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, সংশোধিত উড়ান প্রকল্প আরও ১০ বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে। ২৯,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১০০টি নতুন বিমানবন্দর এবং ২০০টি নতুন হেলিপ্যাড গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

বেরেলিতে গোরু জবাইয়ের অভিযোগে পুলিশের অভিযান গ্রেফতার ২; উদ্ধার অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের বেরেলি জেলায় গোরু জবাইয়ের অভিযোগে দু”জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে এক পলাতক অভিযুক্তকে জঙ্গলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের (এনকাউন্টার) পর আটক করা হয় বলে শুক্রবার জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা।

পুলিশের মিডিয়া সেলের তথ্য অনুযায়ী, ইজ্জতনগর থানায় দায়ের হওয়া একটি গোরু জবাই মামলায় মোহাম্মদ খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, আকিলউদ্দিন ওরফে গাট্টুকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর আটক করা হয়। এই ঘটনায় আকিলউদ্দিনের পায়ে গুলি লাগে। একই সঙ্গে এক পুলিশ কনস্টেবলও আহত হন।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের কাছ থেকে প্রায় ৪০ কেজি গোমাংস, গোরু জবাইয়ের বিভিন্ন সরঞ্জাম, একটি ইলেকট্রনিক ওজন মাপার যন্ত্র এবং একটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযানের বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) শিবম আশুতোষ জানান, ১৬ জুলাই ইজ্জতনগর থানার পুলিশ খবর পায় যে গ্রাম মহলাউন এলাকার বাসিন্দা আকিলউদ্দিনের বাড়িতে গোরু জবাই করা হয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় আকিলউদ্দিনের বাড়ি থেকে নাবু খানের ছেলে মোহাম্মদ খানকে আটক করা হয় এবং তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ গোমাংস ও জবাইয়ের সরঞ্জাম উদ্ধার হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় অন্য কোনও ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে গোরু জবাই-সংক্রান্ত অভিযোগে পুলিশের কড়া অভিযানের মধ্যেই এই গ্রেফতারের ঘটনা ঘটল।

এর আগে, গত জুন মাসে শাহজাহানপুর জেলায় গোরু জবাইয়ের একাধিক মামলায় অভিযুক্ত এবং প্রত্যেকের মাথার ওপর ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত দুই দুষ্কৃতীকে পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়।

বিশেষ অভিযান দল (এসওজি), সার্ভেল্যান্স সেল এবং কান্ত থানার যৌথ অভিযানে ধৃতদের কাছ থেকে দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

শাহজাহানপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিটি) দেবেন্দ্র কুমারের দাবি, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ জানতে পারে যে গ্যাংস্টার আইনে অভিযুক্ত দুই পলাতক ব্যক্তি মদনাপুর-কান্ত সড়কের জিন্দন ওয়ালি পুলিয়ার কাছে গোরু জবাইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করে এবং দুই অভিযুক্ত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। পাল্টা গুলিতে মোহাম্মদ শাকিরের দুই পায়ে গুলি লাগে এবং তার সহযোগী ধর্মবীরকে ঘিরে ফেলে গ্রেফতার করা হয়। দু”জনেই বেরেলি জেলার বাসিন্দা।

কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে নিষেধাজ্ঞা জারি, মোতায়েন সিআরপিএফ স্থানান্তরের জন্য নির্ধারিত মসজিদে জুমার নামাজের ডাক তৃণমূল নেতার

কলকাতা, ১৭ জুলাই (আইএএনএস): কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশপাশে শুক্রবার সকাল থেকে চার বা তার বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ১৬৩ ধারায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী-এর জওয়ানও মোতায়েন করা হয়েছে।

বিমানবন্দর চত্বরে অবস্থিত স্থানান্তরের জন্য নির্ধারিত বাঁকড়া মসজিদে শুক্রবার দুপুরে গণনামাজের ডাক দিয়েছিলেন প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তাঁর এই ঘোষণার পরই প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়।

জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ১৩৬ বছরের পুরনো ওই মসজিদ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিনের আলোচনার পর এই উদ্যোগ নেওয়া হলেও, কয়েকটি সংখ্যালঘু সংগঠন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ শুরু করেছেন।

এই প্রতিবাদের অন্যতম মুখ সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী শুক্রবার বিকেলে মসজিদের পুরনো স্থানেই গণনামাজের আহ্বান জানান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মসজিদে প্রবেশের জন্য পাস ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি তা উপেক্ষা করে সেখানে নামাজের ডাক দেন।

চৌধুরীর এই কর্মসূচির প্রেক্ষিতে বিমানবন্দর এলাকার দায়িত্বে থাকা বিধাননগর সিটি পুলিশ বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় বিএনএস-এর ১৬৩ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

সম্ভাব্য উত্তেজনা বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সিআরপিএফ, বিধাননগর সিটি পুলিশের কর্মী এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স -এর সদস্যদের বড় সংখ্যায় মোতায়েন করা হয়েছে। বিমানবন্দরের ৭ নম্বর গেট, যা আগে মসজিদে প্রবেশের পথ ছিল, সেখানে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

পুলিশ মাইকের মাধ্যমে নিয়মিত ঘোষণা করে মানুষকে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন না করার এবং বড় সংখ্যায় জমায়েত না হওয়ার আবেদন জানাচ্ছে। বিমানযাত্রীদের পরিষেবায় যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে, সেদিকেও নজর রাখছে প্রশাসন।

১৩৬ বছরের পুরনো গৌরীপুর জামে মসজিদ, যা ‘বাঁকড়া মসজিদ’ নামে পরিচিত, সেটি বিমানবন্দর এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। দীর্ঘদিন ধরেই মসজিদটি স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা চলছিল।

কলকাতা বিমানবন্দরে দুটি রানওয়ে রয়েছে। মূল রানওয়ে বিমান ওঠানামার জন্য ব্যবহৃত হয়, আর দ্বিতীয় রানওয়েটি তুলনামূলক ছোট। এই দ্বিতীয় রানওয়ের কাছেই মসজিদটি অবস্থিত। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও কারণে মূল রানওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাময়িক বন্ধ রাখতে হলে বড় বিমান ওঠানামায় সমস্যা তৈরি হতে পারে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, মসজিদের অবস্থান বিমান ওঠানামার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করছে এবং দ্বিতীয় রানওয়ে সম্প্রসারণের কাজও এই কারণে আটকে রয়েছে।

কয়েক দশক ধরে মসজিদ স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা হলেও এতদিন কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিমানবন্দরের ভিতরে থাকা মসজিদটি স্থানান্তরের উদ্যোগ শুরু করা হয়েছে।

ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

কর্পোরেট সেক্টরে ১,২১৩ চাকরি ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে কর্পোরেট সেক্টরে জুনিয়র টেকনিশিয়ান, জুনিয়র ম্যানেজার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে কলকাতার মতো ১৫টি বড় শহরে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, কর্পোরেট সেক্টর এ.ভি.এন লিমিটেডে জুনিয়র টেকনিশিয়ান, জুনিয়র ম্যানেজার হিসেবে ৩০৪টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২৫-০৭-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর এভিএনএল/ কো/ এইচআর/ ২০২৬/ ০৬। তারিখ ১৩-০৭-২০২৬।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৫ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কল লেটার ছাড়াও লাগবে মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর বিস্তারিত পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই প্রার্থীদের জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ— ক্রমিক নং (১), নন-এক্সিকিউটিভ পদ ঃ জুনিয়র টেকনেশিয়ান - ইলেকট্রিশিয়ান, ইলেকট্রনিক মেকানিক, ইলেকট্রোপ্লেটার, ফিটার জেনারেল, ফাউন্ড্রিম্যান, ফর্জার এন্ড হিট ট্রিটার, মেশিনিস্ট, মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেনেন্স, পেইন্টার, রিগার, ওয়েল্ডার ইত্যাদি ট্রেডে মোট শূন্যপদ ১০০৫টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৫১টি, এসটি'র জন্য ৪৬টি, ওবিসি'র জন্য ২৫৭টি এবং ইডব্লুএস প্রার্থীর জন্য ৯০টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৪৬১টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৯টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য এবং ১০৮টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২), এক্সিকিউটিভ পদ ঃ জুনিয়র ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার, সিনিয়র ম্যানেজার ইত্যাদি মোট শূন্যপদ ২০৮টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ২০টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ওবিসি'র জন্য ৩৯টি এবং ইডব্লুএস প্রার্থীর জন্য ১৩টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ১৩০টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

ইন্ডিয়ান অয়েলে চাকরির লক্ষ্যে ১৫২৪ এপ্রেন্টিস, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড বা আই.ও.সি.এল-এ বিশেষ করে সারা দেশ জুড়ে, দেশের প্রায় সব কয়টি রাজ্যে টেকনিক্যাল এবং নন্-টেকনিক্যাল ট্রেডে এপ্রেন্টিস হিসেবে ১৫২৪ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। নিয়োগের সময় শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। আইওসিএল-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩০-০৬-২০২৬-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'আই.ও.সি.এল'-এর ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। সারা দেশের সবকটি ডিভিশনের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য বিশেষ করে ৯টি রিফাইনারি ডিভিশনের জন্য সাধারন প্রার্থী এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই রাজ্যওয়ারি বা ডিভিশন ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড বা সাম্মানিক বেতন দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন আইওসিএল-এর ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আইওসিএল/ জি.আর/ এপিপি/ ২০২৬-২৭, তারিখ ২৯ জুন, ২০২৬।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৮ জুলাই। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৭০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ২০-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীরা নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ক্রেডিট অফিসার (রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিএম হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইসর, অপারেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, আধার পরিষেবা),**
শূন্যপদ ঃ ১৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ড্রাইভার, আপার ডিভিশন ক্লার্ক (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, কর্মরতদের প্রাধান্য রয়েছে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রবেশনারি অফিসার, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭,৪৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, হেল্পার, অপারেটর, এসোসিয়েট, এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ত্রিপুরা ও বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শেণি পাশ থেকে শুরু, মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ পর্যন্ত, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই,
আগরতলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় ২১ জুলাইয়ে জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে।

* পদের নাম ঃ **কম্পিউটার প্রোগ্রামার, কুক-কাম-এটেন্ড্যান্ট, হোস্টেল সুইপার, সুইপার (সরকারি কলেজ, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি (বিশেষ ক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণি) পাশ থেকে শুরু করে বিই/ বিটেক পাশ পর্যন্ত, তবে পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র টেকনিশিয়ান, জুনিয়র ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১২১৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে কলকাতার মতো ১৫টি বড় শহরে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর বায়ু, এয়ারম্যান (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২২ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর থেকে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এস.এস.সি অফিসার (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এম.এ, এম.এস.সি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ৩২-৪৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পার্সোনাল ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টরে ২৬০ চাকরির 'জব ফেয়ার' ২১ জুলাই

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ , আগরতলার ব্যবস্থাপনায় 'জব ফেয়ার'-এর আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের এবং বহিঃরাজ্যের একাধিক কোম্পানিতে বিশেষ করে ৬টি প্রাইভেট সেক্টরের ডিভিশনে এপ্রেন্টিস, হেল্পার, অপারেটর, এসোসিয়েট, এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারপদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে 'জব ফেয়ার'-এর আয়োজন করা হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শেণি পাশ থেকে শুরু, মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ পর্যন্ত, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই, আগরতলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় ২১ জুলাই জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে। আগরতলায় সরাসরি 'রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ' বা জব ফেয়ারের মাধ্যমে সরাসরি ইন্টারভিউ ২১ জুলাই।

বিস্তারিত খবর হলো — ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ , আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী ২১ জুলাই, আগরতলার অফিস লেনস্থিত শ্রমভবন প্রাঙ্গনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বেসরকারি ক্ষেত্রে রাজ্যের এবং বহিঃরাজ্যের ৬টি কর্পোরেট সেক্টর ডিভিশনে চাকরির জন্য 'জব ফেয়ার' অনুষ্ঠিত হবে। এতে যোগদানের জন্য চাকুরি প্রত্যাশীরা সরাসরি ইন্টারভিউতে সামিল হবেন, বায়োডেটার সঙ্গে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই জব ফেয়ার বা সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য আগের থেকে কোনও আবেদনপত্র জমা করতে হবে না।

ইচ্ছুক প্রার্থীরা নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ২১ জুলাই আগরতলার অফিস লেনস্থিত শ্রমভবন প্রাঙ্গনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সরাসরি ইন্টারভিউতে অংশ নিতে পারেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা পি. আর.টি.সি., এন.সি.এস. কার্ড, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ডকুমেন্ট, ফটোকপি সহ, দুই কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের কালার ফটো সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা থেকেও বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন। যেসব প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা থেকে নিশ্চিতভাবে জানার পর যেন কাজে যোগদান করেন। ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে যে-কোনও কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকবে না। অনলাইনে, অফলাইনে বা ডাকযোগে কোনওভাবেই আগে থেকে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। সরাসরি বা ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও জেরক্স সহ অরিজিনাল সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। একমাত্র অন-স্পট ফর্ম ফিলাপ করতে হবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেন। এছাড়া, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানো এমন কিপ্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে 'জব ফেয়ার'-এ শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ নিয়োগ হবে সাটিন ক্রেডিটকেয়ার নেটওয়ার্ক লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম এপ্রেন্টিস/ ট্রেনি সিএসও। শূন্যপদ ২০টি। পোস্টিং ত্রিপুরায়। মূল মাইনে ১৫,৩৮০ টাকা প্রতি মাসে। পদেরনাম কমিউনিটি সার্ভিস অফিসার/ সিনিয়র সি.এস.ও। শূন্যপদ ২০টি। পোস্টিং ত্রিপুরায়। মূল মাইনে ১৭,২০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ বা ততোর্ধ হতে হবে। বয়স ১৯-৩০ বছর। ক্রমিক নং (২) ঃ নিয়োগ হবে মডার্ণ ইনফ্রা-এর অধীনে। পদেরনাম জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র আর্কিটেক্ট, সাইট সুপারভাইজর, ড্রাফটম্যান, সাইট ইঞ্জিনিয়ার, জেনারেল স্টাফ, মার্কেটিং স্টাফ। মোট শূন্যপদ ১১টি। পোস্টিং আগরতলায়। (৩) ঃ নিয়োগ হবে ইন্টিগ্রেটেড পার্সোনাল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর অধীনে। পদেরনাম প্রোডাকশন এন্ড কোয়ালিটি সাপোর্ট। শূন্যপদ ৩০টি। পোস্টিং বহিঃরাজ্যে। ক্রমিক নং (৪) ঃ নিয়োগ হবে ফাস্টগাইডস সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম ব্রাঞ্চ রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ। শূন্যপদ ২৭টি। পোস্টিং ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায়। মূল মাইনে ১২,০০০ - ১৪,৫০০ টাকা প্রতি মাসে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও যোগ হবে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক/ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে। সঙ্গে অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। বয়স ১৮-৩০ বছর। পদেরনাম ফিল্ড অডিট এক্সিকিউটিভ। শূন্যপদ ৮টি। পোস্টিং ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায়। মূল মাইনে ১৫,০০০ - ২৫০০০ টাকা প্রতি মাসে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও যোগ হবে। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে। সঙ্গে অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। বয়স ২০-৩৭ বছর। পদের নাম ওয়ারহাউস অ্যাসোসিয়েট। শূন্যপদ ১১০টি। পোস্টিং বহিঃরাজ্যে, একাধিক বড় শহরে। মূল মাইনে ১৫,০০০ - ২০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। বয়স ১৮-৪০ বছর। পদের নাম টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি হেল্পার/ টেইলর/ মেশিন অপারেটর। শূন্যপদ ৩০টি। পোস্টিং বহিঃরাজ্যে। মূল মাইনে ১৭,০০০ - ২৫,০০০ টাকা প্রতি মাসে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও যোগ হবে। যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি / মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স ১৮-৪০ বছর। ক্রমিক নং (৫) ঃ নিয়োগ হবে এলিভেট ট্রেণিং এন্ড কনসালটিং সার্ভিসেস-এর অধীনে। পদের নাম টেকনিক্যাল রিক্রুইটার । শূন্যপদ ২টি। পোস্টিং আগরতলায়। ক্রমিক নং (৬) ঃ নিয়োগ হবে অন্বেষণ একাডেমি-এর অধীনে। পদের নাম একাডেমিক কাউন্সিলর, টিচার। শূন্যপদ ২টি। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ইত্যাদি এঁদের বিজ্ঞপ্তি দেখে নেবেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় থাকবে সরাসরি ইন্টারভিউ।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ক্রেডিট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, এমবিএ, পিজিডিএম হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে আধার পরিষেবা কেন্দ্র সমূহের জন্য **সুপারভাইসর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরট সেক্টরে **ড্রাইভার, আপার ডিভিশন ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, কর্মরতদের প্রাধান্য রয়েছে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কসমূহে **প্রবেশনারি অফিসার, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭,৪৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা ও বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস, হেল্পার, অপারেটর, এসোসিয়েট, এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে 'জব ফেয়ার'-এর আয়োজন করা হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শেণি পাশ থেকে শুরু, মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ পর্যন্ত, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই, আগরতলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় ২১ জুলাই জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে।

* ত্রিপুরায় সরকারি কলেজে **কম্পিউটার প্রোগ্রামার, কুক-কাম-এটেন্ড্যান্ট, হোস্টেল সুইপার, সুইপার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি (বিশেষ ক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণি) পাশ থেকে শুরু করে বিই/ বিটেক পাশ পর্যন্ত, তবে পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র টেকনিশিয়ান, জুনিয়র ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২১৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে কলকাতার মতো ১৫টি বড় শহরে, তবে দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **অগ্নিবীর বায়ু, এয়ারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, বিএসসি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২২ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর থেকে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* নেভিতে **এস.এস.সি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এম.এ, এম.এস.সি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে বা এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ৩২-৪৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের পার্সোনাল ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

ডিলিমিটেশন ও মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে বিরোধীদের ‘দ্বিচারিতা’ ফের প্রকাশ্যে আসবে: গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

জোধপুর, ১৭ জুলাই (আইএএনএস): সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের আগে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি অভিযোগ করেন, লোকসভা ও বিধানসভা আসনের পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) এবং মহিলা সংরক্ষণ আইন নিয়ে বিরোধীদের ‘দ্বিচারিতা’ আবারও দেশের সামনে প্রকাশ্যে আসবে।

শুক্রবার জোধপুরে নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শেখাওয়াত বলেন, আগের সংসদ অধিবেশনেই বিরোধীদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আসন্ন অধিবেশনেও একই বিষয় নিয়ে তাদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে ভোটারের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। তাই আসন পুনর্বিন্যাস একটি সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর থেকেই সংবিধানে ডিলিমিটেশনের বিধান রাখা হয়েছে এবং ডিলিমিটেশন আইন অনুযায়ী ২০২৫ সালের পর নতুন করে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা রয়েছে।

শেখাওয়াত বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতেই নয়, বরং আইনসভাগুলিতে তাদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর মতে, নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে মহিলাদের সংরক্ষণ কার্যকর করতে ডিলিমিটেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মহিলা সংরক্ষণ আইন নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনা করে তিনি অভিযোগ করেন, আগের সংসদ অধিবেশনের আলোচনাতেই তাদের ‘নারীবিরোধী মানসিকতা’ প্রকাশ পেয়েছিল। শেখাওয়াত বলেন, বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হলে বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি সংসদের আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করবে এবং যারা এই উদ্যোগের বিরোধিতা করছেন, তাদের জনগণের সামনে জবাব দিতে হবে।

দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে দিনটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে শেখাওয়াত বলেন, ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে দেশ দ্রুত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। তিনি জানান, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রায় ১,৫০০টি রেলস্টেশন আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে এবং এতে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

জয়সালমেরকে নিজের জন্মস্থান এবং কর্মক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করে শেখাওয়াত বলেন, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ও পর্যটন জেলা হিসেবে জয়সালমেরের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা তাঁর কাছে গর্বের বিষয়।

রাজস্থানের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত এক দশকে দেশে সড়ক, রেল ও বিমান পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

তিনি জানান, দেশে দ্রুতগতিতে রেল বৈদ্যুতিকীকরণ চলছে। শীঘ্রই হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। দেশে বিমানবন্দরের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। জোধপুরে আধুনিক বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে এবং জোধপুর, ফলৌদি ও রামদেওরার রেলস্টেশনগুলির উন্নয়ন কাজ চলছে।

জোধপুর-জয়সালমের অঞ্চলে ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে রেল রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়াশিং ও পরিচালন সংক্রান্ত পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। গত কয়েক বছরে জোধপুরের জন্য ৪২টিরও বেশি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাজস্থানের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেখাওয়াত বলেন, কেন্দ্র সরকার রাজ্যের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে আসছে।

তদন্তের দাবি

● প্রথম পাতার পর

১৪ জুলাই তিনি নিজেও টেলিফোনে ডিজিপির সঙ্গে কথা বলে চোত্তাখলার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তাঁর দাবি, ডিজিপিও শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তবে অভিযোগ, ১৫ জুলাই সকাল থেকেই কর্মসূচিস্থলের আশেপাশে বিজেপি সমর্থকরা জড়ো হয়ে সিপিআই(এম)-এর সমর্থকদের কর্মসূচিতে যোগ দিতে বাধা ও ভয়ভীতি দেখাতে শুরু করেন। বিষয়টি বারবার পুলিশকে জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

চিঠিতে আরও দাবি করা হয়েছে, কর্মসূচিতে অংশ নিতে আসা সিপিআই(এম)-এর সমর্থকদের বহনকারী একাধিক গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয় এবং ওই ঘটনায় পাঁচ থেকে ছয়জন দলীয় কর্মী আহত হন। সেই সময় একাধিকবার দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেননি বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ, চোত্তাখলা যাওয়ার পথে একাধিকবার পুলিশ তাঁর গাড়িবহর আটকে দেয়, যার ফলে কর্মসূচিস্থলে পৌঁছাতে এক ঘণ্টারও বেশি দেরি হয়। পরে এলাকায় পৌঁছানোর পরও পুলিশ তাঁকে এবং অন্যান্য দলীয় নেতাদের মূল কর্মসূচির স্থানে যেতে বাধা দেয়। অথচ, তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতেই বাধা সৃষ্টি করে পুলিশ।

চিঠিতে তিনি পুলিশের এই ভূমিকা গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল বলে উল্লেখ করেছেন। একই সঙ্গে দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে ”অদক্ষতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতার” অভিযোগ এনে ডিজিপির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তিনি গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও আবেদন জানিয়েছেন।

স্পেশাল এডুকেটর

● প্রথম পাতার পর

মাস ধরে বেতন হচ্ছে না সক্ষম ত্রিপুরা প্রজেক্টে নিযুক্ত ১০০ জন স্পেশাল এডুকেটর অর্থাৎ বিশেষ শিক্ষকদের।

২০২১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের হাত ধরে রাজ্যের ৪০০টি স্কুলে সক্ষম ত্রিপুরা প্রজেক্টের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল ১০০ জন বিশেষ শিক্ষক। যাদের কাজ হল রাজ্যের বিদ্যালয় গুলোতে দিব্যাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করা। শুধুমাত্র বিদ্যালয়েই নয়, তাদের বাড়িতে গিয়ে হোম ভিসিট এর মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হয় তাদের। প্রতিনিয়ত এ সমস্ত বিশেষ শিক্ষকরা যত্ন সহকারে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। অথচ মাসের শেষে অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মত বেতন হচ্ছে না তাদের। যার ফলে সংসার চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এই সমস্ত শিক্ষকদের।

এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষকরা বারংবার শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের কাছে ডেপুটেশন দিলেও, তাদের কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সমস্ত বিশেষ শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত দিব্যাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদেরকে লেখাপড়া মনোযোগ সহকারে শিখিয়ে যাওয়ার পরেও মাসের শেষে হচ্ছে না তাদের বেতন। একপ্রকার অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে এই পরিবারগুলোর। চারটি সংস্থার মাধ্যমে সক্ষম ত্রিপুরা প্রজেক্টে এই শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে।

ইকফাই ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা, ফেরেনডো রিহেবিলিটেশন সেন্টার, মনফোর্ট এইচএস স্কুল এবং মনফোর্ট স্কুল আগরতলা। এই চারটি সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল ১০০ জন বিশেষ শিক্ষককে। চার মাস ধরে বেতন না পেয়ে ঐইসব সংস্থার দ্বারস্থ হলে, শিক্ষকদের বলা হয়, না পারলে চাকরি ছেড়ে দিতে। এইভাবেই একের পর এক শিক্ষক বঞ্চনার গ্যাঁড়াকলে নাজেহাল শিক্ষা দপ্তর। আর এতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

রদবদল

● প্রথম পাতার পর

১৫তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে কৈলাসহর মহকুমায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে জলসম্পদ দপ্তরের বাঁধ মেরামতকে কেন্দ্র করে দুই ঠিকাদার গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের জেরে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষাপটে উনকোটির নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে ঋষভের নিয়োগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এছাড়াও, শঙ্কর দেবনাথ (আইপিএস)-কে অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখার নতুন পুলিশ সুপার করা হয়েছে। পূর্বে তিনি টিএসআর ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ানের কমান্ড্যান্ট ছিলেন।টিপিএস কর্মকর্তা পিয়ামাধুরী মজুমদার-কে ভিজিল্যান্স অর্গানাইজেশনের পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি জেরেমিয়া দারলং-এর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।উল্লেখ্য, জেরেমিয়া দারলং সম্প্রতি ‘অপমান ও হয়রানির’ অভিযোগ তুলে স্বেচ্ছাবসর -এর আবেদন করেছিলেন। তাঁকে বর্তমানে ধলাই জেলার সিআইএটি -এর কমান্ড্যান্ট হিসেবে বদলি করা হয়েছে।অন্যদিকে, সিআইএটি স্কুল, আমবাসার প্রধান কিশান কুমার (আইপিএস)-কে স্টেট ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পুলিশ সুপার করা হয়েছে।চন্দন সাহা, যিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তাঁকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মোবাইল টাস্ক ফোর্স-এর পুলিশ সুপার পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এই বাহিনী মূলত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত ও আটক করার কাজে নিয়োজিত।

এছাড়া পান্নালাল সেন (টিপিএস)-কে সদর মহকুমার এসডিপিও হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি আগরতলা শহরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবেন। এই পদে তিনি দেবপ্রসাদ রায়-এর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

এছাড়াও অনির্বাণ দাস (টিপিএস)-কে গোমতী জেলার এসপি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এইচ. ফ্রান্সিস ডারলং(টিপিএস) এখন অ্যান্টি-নারকোটিক্সের এসপি। মীনা কুমারী দেববর্মা (টিপিএস)-কে সিরিয়াস ক্রাইম শাখার এসপি করা হয়েছে।

বদলির তালিকায় একাধিক মহকুমার এসডিপিও পদেও রদবদল হয়েছে। দেবপ্রসাদ রায়(টিপিএস) — এসডিপিও খোয়াই, উৎপলেন্দু দেবনাথ (টিপিএস) — এসডিপিও কাঞ্চনপুর, ডেভিড দেববর্মা (টিপিএস) — এসডিপিও কুমারঘাট, অভিজিৎ দাস (টিপিএস) — এসডিপিও সোনামুড়া, সৌরভ সেন (টিপিএস) — এসডিপিও কমলপুর।অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদেরও রদবদল হয়েছে। তালিকায় রয়েছেন, অশীষ কুমার ঠাকুর (আই পি এস) — অতিরিক্ত এসপি, উত্তর জেলা, কমল দেববর্মা (টিপিএস) — অতিরিক্ত এসপি, উনকোটি, রূপম চাকমা (টিপিএস) — অতিরিক্ত এসপি (ট্রাফিক), রাজীব সূত্রধর (টিপিএস) — অতিরিক্ত এসপি, গোমতী, ডি. কুদিয়ারাসু (আইপিএস) — অতিরিক্ত এসপি, সেপাহিজলাবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, টিএসআর-এর একাধিক ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট, ট্রাফিক, নিরাপত্তা, এসসিআরবি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সিআইএটি স্কুল, সেফটি, অ্যান্টি-নারকোটিক্স, সিরিয়াস ক্রাইম, ইকোনমিক অফেন্সেস, ভিজিল্যান্স এবং বিভিন্ন জেলার ডেপুটি এসপি পদেও ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে।প্রশাসনিক মহলের মতে, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ও পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা আরও সুসংহত করা, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

কুমার সাহা বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিও তুলে ধরেন।তাঁর দাবি, দেশে এবং রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, অথচ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। একই সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগাতার বেড়ে চললেও বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের কার্যকর ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না, যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।এছাড়া রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগও তুলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। তিনি দাবি করেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং সরকারকে সেই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা , মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 08/EE/ DWS/DIVN/KCP/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following works:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIe-T No:14/EE/ DWS/DIVN/KCP/ 2026-27	7,00,466.00	14,009.00	365 Days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 23-07-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 23-07-2026 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee : Rs. 1,000.00 [Non refundable]
All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in**

ICA/C-1249/26

Executive Engineer
DWS Division kanchanpur, North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 08/EE/SNM/PWD/ 2022-23, Dt. 15/07/2026.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' 'item rate offline tender' up to 3.00 PM on 23/07/2026 for hiring of vehicle for the following work:

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No.10/EE/ SNM/PWD/2026-27	3,69,840.00	7,397.00	365 Days

ICA/C-1254/26

(Er. D.Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

PNIT NO:21/EE/RD/SNMD/2026-27, Dt. 14/07/2026

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/07/2026 for 1 (one) no(s). procurement work amounting to Rs 25,00,000.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1257/26

Executive Engineer
RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541

LIMITED TENDER NOTICE NO.05/SP(N)DMN/MW/2026-27

Sealed percentage rate tender for the blow mention work is invited by the Superintendent of Police, North Tripura, Dharmanagar on behalf of the Governor of Tripura from Registered firm/enlisted resourceful contractors of appropriate class experienced in similar nature of works. The tender/quotation can be dropped in the office of the SP (North) Dharmanagar on 28/07/2026 up to 1500 hours and the same may be opened on the same day, if possible.

Sl No.	Name of works Maintenance of SP	Amount	Earnest Money	Time for Completion
1	Residence at Chandrapur, Dharmanagar North Tripura	Rs. 1,99,941	Rs. 3,999	15 Days

1.Tender(s) have to produce copy of valid license regarding engagement of / Items workers in the contract work form the labour Department Govt. of Tripura, ITC/PTC, Pan Card, GST registration at the time of purchasing tender form and have to submit the attested copy of the same along with the tender as well as @2% D.Call as Earnest money on the estimate cost in favour of the Superintendent of Police, North District, Dharmanagar. The earnest money will be refunded to the un-successful quotation(s) as per terms and condition.
2.The work should be executed as per technical approved estimate observing all technical specification of approval estimate.
3. Tender shall always be placed in sealed cover with name of the work in written on the envelop which will be received by the SP(North) Dharmanagar.
4.No deviation and extra claim shall be entertained.
5.Quotation rate shall remain valid for 05 days from the date of opening of the quotation.
6. Guarantee period shall be 6 month from the date of completion of the work.
7.Tender form Cost is Rs.500/-(Rupees five hundred) only (each work) as per norms.
8.The tender documents are available for inspection in the office of the under signed and may be collected from 11.00 A.M. to 5.00 P.M. during office hours on all working days.
9.Payment will be made after available of fund.
The undersigned reserves the right to reject or accept any quotation including the lowest one without assignment any reason whatsoever.

ICA/C-1260/26

Superintendent of Police
North Tripura Dharmanagar

Admission Notification 2026-2027

Tripura State Academy of Tribal Culture (Affiliated to Tripura University - Central) A Semi- Autonomous Society under TR&CI, T.W Department, Govt. of Tripura.

Undergraduate (3 Years Degree) & Diploma (3 Years) in Tribal Folk Music

- Vocal: Tribal Folk Song & Classical.
- Dance: Tribal Folk Dance & Manipuri, Kathak, Bharatnatyam.
- Instruments: Folk Instruments &Tabla.

Eligibility: ForDegree (3 Years): 10+2 Pass.
Diploma (3 Years): Madhyamik (Class 10th Pass).

Why Choose Us?

- Smart classrooms & modern music instruments.
- Theory + Practical classes.
- Free computer certificate course (3/6 months) through NIELIT.
- Library facilities.
- Post-metric scholarships available.
- Exposure visits (within & outside state).
- Solo & group performance opportunities.
- Workshops on Folk Music.
- Enroll Open Now

✓ **Important Dates:**

- **Form Fill-up & Submission:** 20th July - 31st July 2026
- **Selection Date: 03rd Aug** 2026
- **Final List Display:** 06th Aug 2026
- **Admission Period:** 07th Aug - 14th Aug 2026

Forms available at office of the **TSATC, Suparibagan, Dasharath Bhavan Complex** (10 AM - 5 PM).

Apply Online

Website:www.trci.tripura.gov.in/ Email: tsatcagt09@gmail.com Contact Numbers: 9612067669/9366221479/7005416620

ICA/C-592/26

Principal
Tripura State Academy of Tribal Culture
Suparibagan, Agartala

योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाडा
School of Planning and Architecture, Vijayawada
An Institute of National Importance, Ministry of Education, Govt. of India
Survey No.4/4, ITI Road, Vijayawada – 520 008, AP., India.

No. 01/SPAV/Acad./PG-SPOTROUND/2026-27 Date:17-07-2026

NOTIFICATION FOR
SPOT ROUND - (through Direct Admissions) including sponsored category seats for Post Graduate Programmes for the Academic Year 2026-27

SPA Vijayawada announces Direct Admissions to Master's Degree in Architecture, Planning, Building Engineering and Management and Design in "SPOT ROUND - (through Direct Admissions) including Sponsored category seats for Post Graduate Programmes for the Academic Year 2026-27". For further details, fees, admission and application process, please visit our website www.spav.ac.in

Sd/- Registrar

৩ জনের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করলেও পরে আবারও রিপনের ওপর হামলা চালানো হয়। পরিবারের অভিযোগ, মোট তিন দফায় তাঁকে মারধর করা হয়। মৃতের পরিবারের আরও দাবি, মারধরের একপর্যায়ে রিপন তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে শেষবারের মতো ফোনে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অভিযুক্তরা সেই সুযোগও দেননি।

পরবর্তীতে রিপনকে সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করেন অভিযুক্তরা। তবে মৃতের বাবা-মায়ের অভিযোগ, এলাকাবাসীর কাছ থেকে তারা জানতে পারেন যে রিপনকে মারধর করা হয়েছিল এবং হাসপাতালেই তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে শ্বশুরবাড়ির লোকজন চলে যান।

ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে প্রমোদনগরের নিজ বাড়িতে দেহ নিয়ে আসা হলে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে। কান্নায় ভেঙে পড়েন রিপনের বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজন।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রিপনকে প্রথমে মারধর করে হত্যা করা হয় এবং পরে ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে দেখানোর জন্য ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার হস্তক্ষেপও চেয়েছেন অসহায় বাবা-মা।

P'NIeT No.:- 71/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:- 15/07/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	51/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Estimated Cost :	Rs. 17,13,800.00
Time of Completion :	60 Days
Last date and time of Submission of Bid :	21/07/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-1240/26

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura

Prof. (Dr.) Manik Saha

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

বনমহোৎসব - ২০২৬
মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

প্রাচীনকাল থেকেই বন মানবসভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বন আমাদের জীবনধারণে সহায়তা করেছে, সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং জীবিকার ভিত্তি গড়ে তুলেছে। একইসঙ্গে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের ঐতিহ্যে বৃক্ষকে সর্বদা জীবন, সমৃদ্ধি এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বর্তমানে এই সম্পর্ক নানা গুরুতর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, জীববৈচিত্র্য ও বনভূমির অবক্ষয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ আমাদের পরিবেশ ও মানবকল্যাণকে হুমকির মুখে ফেলছে। দ্রুত নগরায়ণ এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংস পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

ত্রিপুরা সরকার বনায়ন, অবক্ষয়িত ভূমির পুনরুদ্ধার, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে শুধুমাত্র সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, পরিবেশ সংরক্ষণের সাফল্য নির্ভর করে প্রতিটি নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর।

বনমহোৎসব কেবল একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নয়, এটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় এক গণআন্দোলন। এই উৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার অন্যতম সহজ ও কার্যকর উপায়।

গাছ বায়ু বিশুদ্ধ করে, মাটি ও জল সংরক্ষণে সহায়তা করে, বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে আমাদের দায়িত্ব শুধু চারাগাছ রোপণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সেগুলির সঠিক পরিচর্যা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বনমহোৎসব-২০২৬ আমাদের প্রকৃতির প্রতি অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করার এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। আমি রাজ্যের সকল নাগরিক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যুবসমাজ এবং সকল সম্প্রদায়ের সদস্যদের বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে শুধু একটি গাছ নয়, বরং আশা, দায়িত্ববোধ এবং এক সবুজ-সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নও রোপণ করি।

জয় হিন্দ!

ICA/C-586/26

প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা

হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন

● প্রথম পাতার পর

তিন-চারটি দেশের এই ধরনের ট্রেন চালানোর সক্ষমতা রয়েছে। ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের পথে এই পদক্ষেপকে বড় সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে যখনই হাইড্রোজেন ট্রেনের কথা উঠবে, তখন জিন্দ, সোনিপত এবং হরিয়ানার নামও স্মরণ করা হবে।

শূন্য কার্বন নির্গমনকারী এই ট্রেনটি জিন্দ থেকে সোনিপত পর্যন্ত প্রায় ৮৯ কিলোমিটার পথ দুই ঘণ্টায় অতিক্রম করবে এবং পথে ১২টি স্টেশনে থামবে। এর মাধ্যমে হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন পরিচালনাকারী নির্বাচিত দেশগুলির তালিকায় ভারত যুক্ত হল।

হরিয়ানাকে ইতিহাস, সাহস, বিশ্বাস ও গৌরবের ভূমি হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই রাজ্যে এলে তাঁর হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। উপসাগরীয় অঞ্চল এবং হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ আমদানির ওপর এর প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, “এই পরিস্থিতি যদি ২০১৪ সালের আগে তৈরি হত, তাহলে আমাদের রেল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে যেত।” তাঁর মতে, সেই সময় ভারতীয় রেলের বড় অংশ ডিজেলচালিত ছিল।

হরিয়ানভি পাগড়ি পরে অনুষ্ঠানে আসা প্রধানমন্ত্রী পুরনো স্মৃতিচারণ করে বলেন, “জিন্দের ঘি এবং ঘেওয়ারের স্বাদ বছরের পর বছর একই রয়েছে, কিন্তু জিন্দের মানুষের চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন এসেছে। কয়েক দশক আগে সাংগঠনিক কাজে প্রথম জিন্দে এসেছিলাম। তখন আপনারা যে ভালোবাসা ও উষ্ণতা দিয়েছিলেন, তা আমি কখনও ভুলিনি।”

তিনি বলেন, “আজ জিন্দ বিজেপি-এনডিএ সরকারের সুশাসনের মডেলের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠছে। গত কয়েক বছরে গোটা হরিয়ানা উন্নয়নের নতুন পথে এগিয়েছে। আজকের অনুষ্ঠান ডাবল ইঞ্জিন সরকারের এই উন্নয়ন অভিযানে নতুন গতি দিচ্ছে।”

অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, হরিয়ানার রাজ্যপাল আশিম কুমার ঘোষ এবং মুখ্যমন্ত্রী নায়ব সিং সাইনি উপস্থিত ছিলেন।

রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব বলেন, “আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। দেশের নেতৃত্বে ভারত হাইড্রোজেন প্রযুক্তি উন্নয়নে বড় প্রযুক্তিগত সাফল্য অর্জন করেছে।”

প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রশংসা করে তিনি জানান, সোনিপতের পরবর্তী অংশেও ট্রেনটির পরীক্ষা চলছে এবং ভবিষ্যতে জিন্দ থেকে দিল্লি পর্যন্ত এই হাইড্রোজেন ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

হাইড্রোজেন ট্রেন উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী একাধিক বড় পরিকাঠামো প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এবং কয়েকটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ৯,৬৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১৫৭.৯২ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত দিল্লি-অমৃতসর-কাটরা এক্সপ্রেসওয়ের অংশ। ৬৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়ে দিল্লি থেকে কাটরার যাত্রার সময় প্রায় ১৪ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ছয় ঘণ্টায় এবং দিল্লি-অমৃতসর যাত্রা প্রায় আট ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টায় নামিয়ে আনবে।

এই প্রকল্পের ফলে জাতীয় সড়ক-৪৪-এর যানজট কমবে, তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের যাতায়াত বাড়বে এবং শিল্প ও লজিস্টিক উন্নয়নে গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ৩৩.৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের আংশিক নিয়ন্ত্রিত আম্বালা-কালা আম্ব হাইওয়ে এবং ৪০.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ জিন্দ-গোহানা গ্রিনফিল্ড হাইওয়েও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। জিন্দ-গোহানা হাইওয়ে চালু হলে দুই শহরের যাত্রার সময় প্রায় দুই ঘণ্টা থেকে কমে ৪০ মিনিট হবে।

এছাড়া ২৪.২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হাসি-বারওয়ালা ব্রাউনফিল্ড হাইওয়ে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

কুরুক্ষেত্রে এলিভেটেড রেল ট্র্যাক প্রকল্পও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে শহরের দীর্ঘদিনের রেল ক্রসিং সংক্রান্ত যানজট কমবে এবং সড়ক ও রেল যোগাযোগ আরও উন্নত হবে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ভিওয়ানি জেলার পণ্ডিত নেকি রাম শর্মা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, নারনৌলের কোরিয়াওয়াসে মহর্ষি চ্যবন মেডিক্যাল কলেজ এবং রাও তুলা রাম হাসপাতাল জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হরিয়ানায় চিকিৎসা শিক্ষা ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

কুরুক্ষেত্রে শিখ জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই জাদুঘরে শিখ ধর্মের ইতিহাস, গুরুদের শিক্ষা, তাঁদের আত্মত্যাগ এবং ভারতের সংস্কৃতিতে শিখ সম্প্রদায়ের অবদান তুলে ধরা হবে।

মৃত্যু ঘিরে ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের অভিযোগ, গত ১১ জুলাই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে শিশুটিকে প্রথমবার আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুর অবস্থা গুরুতর নয় বলে জানিয়ে কিছু ওষুধ লিখে বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

অভিযোগ, ওষুধ সেবনের পরও শিশুর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় কয়েকদিন পর আবার তাকে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনও শিশু বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে ভর্তি না রেখে একটি থার্মোমিটার ও জ্বরের ওষুধ লিখে বাড়ি পাঠিয়ে দেন বলে দাবি পরিবারের।

এরপর শিশুর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাকে এক বেসরকারি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরদিন আবার আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তখন চিকিৎসকরা শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করে শ্বাসকষ্টের জন্য নেবুলাইজেশন (ধোঁয়া) চিকিৎসা শুরু করেন।

মৃতের পরিবারের দাবি, হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় শিশুটি ধীরে ধীরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়, প্রস্রাব ও অন্যান্য শারীরিক কার্যক্রমও স্বাভাবিক ছিল না। বিষয়টি চিকিৎসকদের জানানো হলেও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না দিয়ে কেবল স্যালাইন ও কিছু ওষুধ লিখে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর শিশুর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে এবং শরীরের রং পরিবর্তন হতে শুরু করে। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়।

শিশুর বাবা নিত্যানন্দ দাসের অভিযোগ, সময়মতো সঠিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তাঁর সন্তানের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হতে পারত। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ী চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

শিশুর মৃত্যুর পর শোকে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে আনা উচিত।

গণ্ডাছড়ায় জনগণনা ২০২৭-এর স্ব-গণনা নিয়ে সচেতনতা অভিযান, সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৭ জুলাই: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম ধাপের স্ব-গণনা কার্যক্রম। ১৭ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়া আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত চলবে। এই সময়ের মধ্যে নাগরিকরা অনলাইন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে নিজেরাই পরিবারের তথ্য নথিভুক্ত করতে পারবেন। এই উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার বিশেষ প্রচারাভিযানের আয়োজন করে গণ্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ইউনিট।

এদিন বিদ্যালয়ের এনএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র-ছাত্রীরা গণ্ডাছড়া বাজার, হাসপাতাল চৌমুহনী, স্কুল চৌমুহনী-সহ মহকুমার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেন। প্রচার অভিযানের মাধ্যমে ব্যবসায়ী, ক্রেতা, বিক্রেতা এবং পথচারীদের জনগণনা ২০২৭-এর স্ব-গণনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়।

স্বেচ্ছাসেবীরা উপস্থিত সাধারণ মানুষকে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে কীভাবে সহজেই নিজেদের ও পরিবারের তথ্য অনলাইনে নিবন্ধন করা যায়, সে বিষয়ে হাতে-কলমে বোঝান এবং স্ব-গণনার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এ প্রসঙ্গে গণ্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ খজেন্দ্র ত্রিপুরা জানান, ৩১ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত স্ব-গণনার সুযোগ থাকবে। তিনি সকল নাগরিককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য সঠিকভাবে নথিভুক্ত করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জনগণনা শুধু জনসংখ্যার হিসাব নয়, বরং দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা, সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক পরিষেবার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের উচিত সঠিক তথ্য প্রদান করে জনগণনা প্রক্রিয়াকে সফল করতে সহযোগিতা করা।

এনএসএস-এর এই উদ্যোগকে স্থানীয়দের একাংশ সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাদের মতে, এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডিজিটাল স্ব-গণনা সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মাসব্যাপী কর্মসূচি বিএসএফের, গণ্ডাছড়ায় ছাত্রদের সঙ্গে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৭ জুলাই: আগামী ১৫ আগস্ট দেশজুড়ে পালিত হবে ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। এই ঐতিহাসিক দিনকে সামনে রেখে সীমান্তবর্তী এলাকায় দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা এবং যুবসমাজের মধ্যে স্বাধীনতার তাৎপর্য তুলে ধরতে এক মাসব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর ১৫৪ নম্বর ব্যাটালিয়ন।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, ১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ কর্মসূচি। সমতল ও পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, ফুটবল, ভলিবল, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা-সহ একাধিক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার গণ্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের মাঠে বিএসএফ জওয়ান ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ খজেন্দ্র ত্রিপুরা, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ভাস্কর ঘোষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং বিএসএফ-এর একাধিক আধিকারিক ও জওয়ান।

খেলার শেষে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিস্কুট ও চকলেট বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অতিথিদের চা-চক্রের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত ভলিবল ম্যাচে গণ্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন এবং বিএসএফ দল রানার্স-আপ হয়। পরে ১৫৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট বিজয়ী ও রানার্স-আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

এদিনের প্রীতি ম্যাচকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিএসএফ কর্মকর্তারা জানান, স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষ উদযাপনকে আরও অর্থবহ করে তুলতে আগামী এক মাস ধরে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে, যাতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য এবং সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা আরও সুদৃঢ় হয়।

১৯ জুলাই আগরতলায় মহা মিছিলের ডাক ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর, ১৪ দফা রাজ্য ও ১১ দফা জাতীয় দাবি তুলে ধরল সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা , ১৭ জুলাই: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ১৯ জুলাই আগরতলা শহরে মহা মিছিলের ডাক দিয়েছে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)। শুক্রবার আগরতলার সমন্বয় ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে সংগঠন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-এর সাধারণ সম্পাদক মহুয়া রায়, চেয়ারম্যান রঞ্জিত রুদ্র পাল-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাধারণ সম্পাদক মহুয়া রায় জানান, রাজ্যের কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়া নিয়ে আগামী ১৯ জুলাই আগরতলা শহরে একটি মহা মিছিল সংগঠিত করা হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনের ১৪ দফা রাজ্যভিত্তিক দাবি এবং ১১ দফা জাতীয় দাবি সরকারের সামনে তুলে ধরা হবে।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি নিয়ে সরকারকে অবহিত করা হলেও সেগুলির যথাযথ সমাধান না হওয়ায় আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে সংগঠন। তাই কর্মচারীদের স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে এই মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং সমর্থকদের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্ব জানান, দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হতে পারে।

সাব্রুমে জনগণনা ২০২৭-এর স্ব-গণনা নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, ছাত্র-ছাত্রীদের ডিজিটাল আদমশুমারির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম , ১৭ জুলাই: আসন্ন জনগণনা ২০২৭-কে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে বৃহস্পতিবার একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সাঁতচাদ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জনগণনা ২০২৭-এর সেলফ এনুমারেশন (স্ব-গণনা) পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাঁতচাদ সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের স্বপ্নীল রায়, পঞ্চায়েত নির্বাহী আধিকারিক (ফিল্ড ট্রেনার), সুজিত দেবনাথ, সেন্সাস ক্লার্ক, গায়েত্রী সরকার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ।

আলোচনায় জানানো হয়, জনগণনা ২০২৭ হবে ভারতের ১৬তম এবং স্বাধীনতার পর অষ্টম জাতীয় আদমশুমারি। এবারই প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও কাগজবিহীন পদ্ধতিতে জনগণনা পরিচালিত হবে। মোবাইল অ্যাপ এবং অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বক্তারা জানান, ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রথম ধাপে ডিজিটাল স্ব-গণনা কার্যক্রম চলবে।

সিপাহীজলা জেলায় মিশন সংকল্প-এর আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জুলাই: সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট-এর সহযোগিতায় আজ সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের সভাকক্ষে "মিশন সংকল্প"-এর আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃত্ব, বিবাহ সম্পাদনকারী ব্যক্তি এবং বিবাহ সম্পাদনের সাথে যুক্ত পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত বক্তারা বাল্যবিবাহের সামাজিক ও আইনি দিক, কিশোরী গর্ভাবস্থার ক্ষতিকর প্রভাব এবং শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ২০২৭ সালের মধ্যে এই জেলাকে বাল্য বিবাহ এবং কিশোরী গর্ভাবস্থা মুক্ত জেলা করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

আলোচনায় "মিশন সংকল্প"-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয় এবং বাল্যবিবাহমুক্ত সিপাহীজলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। কর্মসূচির শেষে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী বাল্যবিবাহ রোধে আন্তরিকভাবে কাজ করার শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, "মিশন সংকল্প"-এর মাধ্যমে সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন বাল্যবিবাহ ও কিশোরী গর্ভাবস্থা নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি, আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় এবং জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। গত এক বছরে ৩০০ জন বালিকার বাল্যবিবাহ রোধ করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

গোমতীতে প্রথমবার জেলা ভিত্তিক 'রিডিং অ্যান্ড রাইটিং উৎসব-২০২৬', বই পড়া ও সৃজনশীল লেখায় উৎসাহিত ৭২ জন শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর , ১৭ জুলাই: শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিকাশ এবং লেখালেখির প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো জেলা ভিত্তিক 'রিডিং অ্যান্ড রাইটিং উৎসব-২০২৬'। শুক্রবার উদয়পুরের রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে দিনব্যাপী এই শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল উৎসবের আয়োজন করা হয়।

উৎসবের মূল লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, কল্পনাশক্তির বিকাশ এবং সৃজনশীল লেখার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা। আনন্দময় পরিবেশে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজেদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই উৎসবে গোমতী জেলার বিভিন্ন ব্লকের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিএই দুই বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

চারাগাছে জল দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোমতী জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রিংকু লাথের। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পৌর পরিষদের পৌরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস, নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষা দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অনুষ্ঠানের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস এবং সভাপতিত্ব করেন গোমতী জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের আধিকারিক সুবীর মজুমদার।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক রিংকু লাথের বলেন, শিশুদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ভাষাগত দক্ষতা ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির বাইরে বিভিন্ন বই পড়ার অভ্যাস শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে এবং তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই উৎসবকে সফল করে তুলেছে। আগামী দিনেও শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং সাহিত্যচর্চার প্রসারে এ ধরনের উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, শুধুমাত্র পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষাই নয়, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বিকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তাদের আশা, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলবে, ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়াবে এবং নতুন লেখক ও সৃজনশীল প্রতিভা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জনগণনা ২০২৭-এর প্রস্তুতি নিয়ে আগরতলা পুরনিগমে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, নাগরিকদের সহযোগিতার আহ্বান মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: আসন্ন "ভারতের জনগণনা ২০২৭"-এর প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শুক্রবার আগরতলা পুরনিগমের কনফারেন্স হলে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জনগণনার বিভিন্ন দিক, প্রশাসনিক প্রস্তুতি এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র, পুর কমিশনার সাজু ওয়াহেদ, পুর কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন, জনগণনা শুধুমাত্র জনসংখ্যা গণনার একটি প্রক্রিয়া নয়, বরং রাজ্য ও দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তিনি জানান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, পরিকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণনার তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জনগণনার তথ্য ব্যবহার করা হয়।

মেয়র জানান, ত্রিপুরায় জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ আগামী ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। এছাড়া ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত নাগরিকরা সেলফ এনুমারেশন (স্ব-গণনা) পোর্টালের মাধ্যমে নিজেরাই পরিবারের তথ্য অনলাইনে নথিভুক্ত করতে পারবেন। তিনি জানান, এদিন তিনিও স্ব-গণনা পোর্টালের মাধ্যমে নিজের তথ্য নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন।

তিনি আরও বলেন, এবারের জনগণনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও কাগজবিহীন পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গণনাকারী ও সুপারভাইজাররা আধুনিক মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। জনগণনা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলেও জানান তিনি। আগরতলা পুরনিগম এলাকার নাগরিকদের উদ্দেশে মেয়র আবেদন জানিয়ে বলেন, জনগণনা কর্মীরা বাড়িতে গেলে তাঁদের সঠিক ও নির্ভুল তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন। কারণ নির্ভুল তথ্যই ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনা, সরকারি পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ভিত্তি তৈরি করে। তিনি সকলকে জনগণনাকে একটি জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য একটাই জনগণনা থেকে জনকল্যাণ।'

বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকরাও জনগণনার গুরুত্ব তুলে ধরে সকল নাগরিককে স্ব-গণনা এবং পরবর্তী তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

আগরতলা রেলস্টেশনে দুই লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার, আটক এক মাদক কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দুই লক্ষাধিক টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে জিআরপি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় শাহিন আলম নামে এক সন্দেহভাজন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্টেশন চত্বরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে আগরতলা রেলস্টেশন এলাকায় শাহিন আলমকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে জিআরপি থানার পুলিশ এবং গোয়েন্দা শাখার (ইন্টেলিজেন্স) পুলিশ যৌথভাবে তাকে আটক করে। পরে তার সঙ্গে থাকা একটি ট্রলি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১১৯ বোতল নিষিদ্ধ এসকফ কফসিরাপ উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বীকার করেছে বলে পুলিশের দাবি, সে বহিরাজ্য থেকে এই কফ সিরাপ এনে সিপাহীজলা জেলায় বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল। উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য দুই লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং মাদকের চালানের উৎস ও গন্তব্য কোথায় ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে তল্লাশি ও অভিযানও চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক। রাজ্যে মাদক পাচার ও অবৈধ নেশার কারবার রুখতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।

সারা ভারত কৃষক ৯০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিলোনীয়ায় আলোচনা সভা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৭ ই জুলাই:- সারা ভারত কৃষক ৯০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিলোনীয়া মহকুমা ও দক্ষিন জেলা জুড়ে চলছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার বিলোনীয়া বিধানসভার পাই খোলা এলাকাতে এক আলোচনা সভা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর পাশাপাশি সারা ভারত কৃষক সভার সভ্যপদ অভিযান সারা রাজ্যের সাথে ১৫ জুলাই থেকে সভ্য পদ অভিযান শুরু হয়েছে, জেলায় ৩৪টি অঞ্চল ১২৫টি প্রাথমিক কমিটি এলাকায় আগামী একমাস ব্যাপী সভ্যপদ অভিযান চলবে।

আজকের কৃষক সভার আয়োজিত বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি তে অংশগ্রহণ করেন সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সম্পাদক পবিত্র কর, কৃষক সভার প্রবীন নেতা বাসুদেব মজুমদার,সিপিআইএম বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক, কৃষকসভার জেলা কমিটির সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, কৃষক নেতা বিশ্বজিৎ পাল গণআন্দোলনের নেতা প্রদীপ পাল, পাই খোলার কৃষক, শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে আলোচনা রাখতে গিয়ে বক্তারা কৃষক সভার সংগঠন কে মজবুত শক্তিশালী করা,সংগঠন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে কৃষক, শ্রমিক দের সংঘটিত করার জন্য নেতৃবৃন্দরা আহ্বান করেন।আজকের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানান কৃষক সভার দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ।

করবুক মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লোকজনের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে করবুক মহকুমার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের লবকান্ত পাড়া বিওপি থেকে চাপলিং ছড়া বিওপি (বি.পি. নং ২২৪০/৮৮-এস টু ২২৬২/৩০-এস) পর্যন্ত ৩০০ মিটার এলাকায় লোকজনের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বি.এন.এস.এস.) ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী গোমতী জেলার জেলাশাসক এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জারি করা বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া চার বা ততোধিক ব্যক্তি এক জায়গায় জড়ো হতে পারবেন না। উল্লেখিত সময়ে করবুক মহকুমার মহকুমা শাসকের জারি করা লিখিত বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কর্তব্যরত পুলিশ, সি.আর.পি.এফ., বি.এস.এফ.-এর সদস্যগণ ছাড়া লাঠি, আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্য যে কোনও ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বহন করার উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ কর্মরত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৩০০ মিটারের মধ্যে থাকা লোকজনও এই বিধিনিষেধের আওতায় আসবেন না। এই বিধিনিষেধ ১৬ জুলাই, ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং তা ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বি.এন.এস.এস. ২০২৩-এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাতীয় কলা উৎসবে ত্রিপুরার কৃতী উৎকর্ষী, দৃশ্যকলায় পঞ্চম স্থান অর্জন

আগরতলা, ১৭ জুলাই: ত্রিপুরার শিশু শিল্পী উৎকর্ষী মজুমদার এনসিইআরটি আয়োজিত জাতীয় স্তরের কলা উৎসব ২০২৫-এ দৃশ্যকলা (২ডি) একক বিভাগে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। এই প্রতিযোগিতাটি ২০২৫ সালের ২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুনের যশবন্তরাও চহ্বাণ রাও অ্যাকাডেমি-তে অনুষ্ঠিত হয়। উৎকর্ষী ধলাই জেলার ছোট্ট গ্রাম ছৈলেংটা-র বাসিন্দা।

বর্তমানে সে হলিক্রস হাই স্কুল, ছৈলেংটা-র দশম শ্রেণির ছাত্রী। এর আগে উৎকর্ষী জেলা স্তরের কলা উৎসব ২০২৫-এ প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্য স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। পরবর্তীতে রাজ্য স্তরের কলা উৎসবেও প্রথম স্থান অর্জন করে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। সেখানে অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে সে জাতীয় স্তরে পঞ্চম স্থান অর্জন করে ত্রিপুরার গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

প্রবীণ শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা: আবেদনপত্র আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: প্রবীণ শিল্পীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে যেসব শিল্পীর বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি তাদের আর্থিক সহায়তা করার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। যারা রাজ্য বা জাতীয় ক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত, আকাশবাণী বা দুরদর্শনের ক্যাটাগরিভুক্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যাদের আয় (পতি বা পত্নীর আয় সহ) মাসে ৬ হাজার টাকার বেশি নয় বা বছরে ৭২ হাজার টাকার বেশি নয় তারা এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্রের জন্য তারা [illegible] এই ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। আবেদনপত্র আগামী ২৪ জুলাই, ২০২৬ এর মধ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার এই ঠিকানায় জমা দিতে হবে। অথবা অনলাইনে কালচার্যাল স্কিম মনিটরিং সিস্টেম ([illegible]) [illegible] ব্যবহার করে সংস্কৃতি [illegible] এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন।

২৮ জুলাই তেলিয়ামুড়ায় খোয়াই জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জুলাই: আগামী ২৮ জুলাই তেলিয়ামুড়াস্থিত কবি নজরুল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খোয়াই জেলাভিত্তিক বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। সভার শুরুতে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, খোয়াই জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুমিত কর, তেলিয়ামুড়া মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নিহারেন্দু বিকাশ দত্ত-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, আলোচনাচক্র, ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় এবং বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। প্রস্তুতি সভায় বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা ও সফল বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য এবং উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ। তাঁরা সকলের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সফল করার আহ্বান জানান।

সাব্রুমে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২১.৭২০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, পলাতক বাড়ির মালিক ও পরিবারের সদস্যরা

সাব্রুম , ১৭ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম থানার পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে থাইবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সিংবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ ২১.৭২০ কেজি সন্দেহভাজন শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেলার চলমান মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে সাব্রুম থানার পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাশি চালায়। অভিযানের সময় প্লাস্টিক টেপে মোড়ানো মোট ১১টি বান্ডিল থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির মালিক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ফলে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার হওয়া গাঁজা আইন অনুযায়ী জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে পলাতক অভিযুক্ত এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি অনুসরণ করে জেলা পুলিশ ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ বদ্ধপরিকর বলেও জানানো হয়েছে।

গরু চুরির অভিযোগে অভিযুক্তকে গণধোলাই, পরে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসী

কাঠালিয়া , ১৭ জুলাই: যাত্রাপুর থানাধীন বাঁশপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গরু চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার ভোররাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁশপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা ছেরু মিয়ার গোয়ালঘর থেকে একটি গাভী চুরি হয়ে যায়। গোয়ালঘরে গাভীর একটি ছোট বাছুর রেখে যাওয়ায় সেটি ক্রমাগত ডাকতে শুরু করলে গাভীর মালিকের সন্দেহ হয়। পরে গোয়ালঘরে গিয়ে দেখা যায়, গাভীটি নেই।

এরপর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা আশপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একসময় যাত্রাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শালপুকুর সীমান্ত সংলগ্ন কাঁটাতারের বেড়ার কাছে গাভীসহ এক ব্যক্তিকে দেখতে পান তারা।

অভিযোগ, ওই ব্যক্তি নিজের নাম দেলোয়ার হোসেন বলে পরিচয় দেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় গরু চুরির বিষয়টি স্বীকার করেন বলে দাবি স্থানীয়দের।

এরপর উত্তেজিত গ্রামবাসী অভিযুক্তকে আটক করে মারধর করেন এবং খবর দেন যাত্রাপুর থানায়। খবর পেয়ে এএসআই তপন দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া গাভীটিও। পরে শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য অভিযুক্তকে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার বিষয়ে যাত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পার্থনাথ ভৌমিক প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে, গরুর মালিক ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার দাবি, গত এক মাসে ওই এলাকায় অন্তত ছয়টি পরিবারের একাধিক গরু চুরি হয়েছে এবং সেগুলি সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তি এই চুরির ঘটনাগুলির সঙ্গেও জড়িত থাকতে পারেন। যদিও এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে কোনও সরকারি বা পুলিশি নিশ্চিতকরণ এখনও মেলেনি।

স্থানীয়দের দাবি অনুযায়ী, গত এক মাসে ইমাম হোসেন, সালামত উল্লা, মোহাম্মদ মোস্তফা, নাসির মিয়া এবং কামাল হকের পরিবারের একাধিক গরু চুরি হয়েছে।

এদিকে, গরুর মালিক যাত্রাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তদন্ত শেষে প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

রথযাত্রার দিন দুঃসাহসিক

● আটের পাতার পর অর্থ-সহ একাধিক মূল্যবান সামগ্রী লুট করে পালিয়ে যায়। ওই ঘটনায় লিচুবাগান হাইকোর্ট সংলগ্ন সাহাপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, লিচুবাগান হাইকোর্ট সংলগ্ন সাহাপাড়ার বাসিন্দা জীবন বণিক বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আগরতলার জগন্নাথ বাড়িতে রথযাত্রা উপলক্ষে বের হন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তিনি দেখতে পান, বাড়ির মূল দরজা ভাঙা এবং ঘরের ভেতরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

পরিবারের অভিযোগ, চোরের দল আলমারি ও অন্যান্য আসবাবপত্র তছনছ করে ঘরে থাকা প্রায় ১০ হাজার টাকা নগদ এবং আরও বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে এবং চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পুলিশের টহল পর্যাপ্ত নয়। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার এবং চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 18-07-2026, 00:52

অঙ্গন

নৈশালোকে রোমাঞ্চকর জয়, সরোজ সংঘকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ত্রিবেণী সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখল ত্রিবেণী সংঘ। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটের আলোয় আয়োজিত টুর্নামেন্টের সপ্তম ম্যাচে আজ তারা ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাস্ত করল শক্তিশালী সরোজ সংঘকে। প্রথমার্ধের ৩৯ মিনিটে বিপুল জমাতিয়ার চমৎকার গোলে সরোজ সংঘ ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় ত্রিবেণী। ম্যাচের ৬৪ মিনিটে লাল মাঙ্গায় জোয়ালার গোলে সমতা ফেরানোর পর, ৮৫ মিনিটে রাজীব সাধন জমাতিয়ার দর্শনীয় গোল ত্রিবেণী সংঘের জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচ চলাকালীন ৩০ মিনিটে ত্রিবেণী সংঘের শুভম দেববর্মা একটি হলুদ কার্ড দেখেন। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি মাঠে থেকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন রেফারি তাপস দেবনাথ, অভিজিৎ দাস, অসীম বৈদ্য ও সুশান্ত দাস।চলতি লিগে দুদলের পক্ষেই এটি ছিল দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগে প্রথম খেলায় ১৩ জুলাই ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল ত্রিবেণী সংঘ। অন্যদিকে, ১৪ জুলাই নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে গোল পার্থক্যের নিরিখে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে জাঁকিয়ে বসেছিল সরোজ সংঘ। আজকের ম্যাচের আগে দুই দলেরই সংগ্রহে ছিল সমান ৩ পয়েন্ট। তবে আজকের এই রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়ে, ২ ম্যাচ শেষে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট পকেটে পুরে লিগ তালিকার এককভাবে শীর্ষস্থানে উঠে এল ত্রিবেণী সংঘ। আর প্রথম হারের মুখ দেখে সাফল্যের দৌড়ে কিছুটা ধাক্কা খেল সরোজ সংঘ শিবির।

লক্ষ্মী ভান্ডারের বিশ্বকাপ ফুটবল মেগা কুইজের শেষ সুযোগ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচের লাইন আপ চূড়ান্ত হতেই বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়ে গেছে ফুটবল উন্মাদনা। আগামী রবিবার বিশ্বসেরা হওয়ার মহাসংগ্রামে মুখোমুখি হতে চলেছে আর্জেন্টিনা ও স্পেন। হাইভোল্টেজ এই ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে গোটা ফুটবল বিশ্বের মতোই উত্তেজনায় কাঁপছে আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাও। আর ক্রীড়াপ্রেমী আমজনতার এই ফুটবল আবেগকে আরও আকর্ষণীয় ও উৎসবমুখর করে তুলতে প্রতিবারের মতো এবারও এগিয়ে এসেছে আগরতলার কামান চৌমুহনীর অন্যতম খ্যাতনামা হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠান "মেসার্স লক্ষ্মী ভান্ডার"। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য তাদের ঐতিহ্যবাহী মেগা কুইজ প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই দারুণ সাড়া জাগিয়েছে গোটা শহরে সহজ তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে আকর্ষণীয় ও একাধিক পুরস্কার জিতে নেওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না কেউই। মেসার্স লক্ষ্মী ভান্ডারের কামান চৌমুহনীর মসজিদ রোডস্থিত প্রতিষ্ঠান থেকে গত ১লা জুলাই থেকে যে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র বিলি ও জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল, তার সময়সীমা আগামীকাল শুক্রবার শেষ হচ্ছে। কুইজ আয়োজক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সুজিত রায় জানিয়েছেন, যারা এখনও আবেদনপত্র জমা দিতে পারেননি, তারা যেন অবশ্যই শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে তা পূরণ করে জমা দিয়ে দেন।

রুট অপরাজিত ৯৯, এক দিনের সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড

ব্যাটিং দেখে মনেই হয়েছিল এই ম্যাচ জেতা ভারতের পক্ষে অসম্ভব। তবু বোলারেরা মাঝের কিছুটা সময়ে আশা জাগিয়েছিলেন। সেই আশা পূরণ হল না জো রুটের সৌজন্যে। লাল বলের ক্রিকেটে অন্যতম সেরা ব্যাটার দেখিয়ে দিলেন, সাদা বলের ক্রিকেটেও তিনি কম যান। একাই অপরাজিত ৯৯ রান করে কার্যত হারা ম্যাচ জিতিয়ে দিলেন ইংল্যান্ডকে। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে ৪৪ ওভারে ভারত ২৩৩ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। জবাবে ইংল্যান্ড জিতল ৪ উইকেটে। বিরাট কোহলি এবং শ্রেয়স আয়ারের অর্ধশতরান কাজে লাগল না।

টসে জিতে হ্যারি ব্রুকের প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। ইংল্যান্ডের পেসারদের সামনে শুভমন গিল সাবলীল ভাবে শুরু করলেও নড়বড় করছিলেন রোহিত শর্মা। শুভমন বেশ কয়েকটি বাউন্ডারি মেরে ইংল্যান্ডের বোলারদের চাপে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু রোহিতের কিছুতেই ব্যাটে-বলে হচ্ছিল না। ফিল্ডিংয়ের ফাঁক খুঁজেই পাচ্ছিলেন না তিনি।

গাস অ্যাটকিনসনের বলে কভার ড্রাইভ মারতে গিয়ে শুভমনকে (৩১) ফিরতে হয়। কোহলি নিজের স্বাভাবিক ছন্দে আসতে সময় নেননি। শুরুতেই জফ্রা আর্চারকে স্ট্রেট ড্রাইভে চার মারেন। এর পর ডিপ মিড উইকেটের উপর দিয়ে বাউন্ডারিতে ফেলে দেন। সামনের পায়ে তাঁর একটি কভার ড্রাইভও দেখার মতো ছিল। আদিল রশিদ বোলিংয়ে আসার পর কোহলিকে স্লগ সুইপ মারতে দেখা গিয়েছে, যা সচরাচর তাঁর স্বভাব বিরোধী শট। ৬৬ বলে কোহলির ৬৫ রানের ইনিংসে আটটি দর্শনীয় চার রয়েছে। তবে আর্চারকে ব্যাক ড্রাইভে যে চারটি মেরেছেন সেটি মনে থাকবে দীর্ঘ দিন।

রোহিত এবং কোহলি ১০ ওভারে ৬০ রান যোগ করেন। তবে সোফিয়া গার্ডেন্সে এ দিন যাঁরাই খেলা দেখতে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা জানেন, ব্যাপারটা মোটেই 'রো-কো'র জুটি ছিল না। 'কো' এক দিক থেকে চালিয়ে খেললেও 'রো' কিছুতেই হাঁপ ছাড়ার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রতিটি বলে রোহিতের উপর চাপ বাড়ছিল। বিপক্ষ অধিনায়কেরা বুঝে গিয়েছেন বাঁ হাতি পেসারদের বিরুদ্ধে রোহিতের দুর্বলতা। তাই ব্রুক লেলিয়ে দিয়েছিলেন স্যাম কারেনকে। অ্যাটকিনসনের বিরুদ্ধে একটি ছয় ছাড়া রোহিতের কোনও স্ট্রোকে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারেনের টানা ছ'টি বলে একটিও রান নিতে পারেননি। রশিদকেও খেলতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত উইল জ্যাকস তাঁকে ফেরান। রোহিতের ল্যাপ সুইপে সহজতম ক্যাচ ধরেন জস বাটলার। ৪৭ বলে ২৬ রান করে বিদায় নেন রোহিত।

ঈশান কিশনের (১) খারাপ ফর্ম কাটল না। অতিরিক্ত বাউন্স থাকলেই তিনি উইকেট খোয়াচ্ছেন। এ দিন কারেনের নির্বিষ বাউন্সারে আউট হলেন। কোহলি শেষ পর্যন্ত জুটি গড়লেন শ্রেয়সের সঙ্গে। তাদের ৬৭ রানের জুটি শেষ পর্যন্ত ভারতকে ভদ্রস্থ স্কোরে পৌঁছতে সাহায্য করে। আর্চারের খাটো লেংথের বলে থার্ড ম্যানে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান কোহলি (৬৫)।

শ্রেয়স ভাল ফর্মে ছিলেন। শর্ট বলের সামনেও ভাল খেলেছেন। কিন্তু উল্টো দিকে কাউকে পাননি। ১৭৮/৩ থেকে ভারত এক সময় ১৯৩/৭ হয়ে যায়। ওখানেই খেলা ঘুরিয়ে দেয় ইংল্যান্ড। শ্রেয়স ৬৬ করেন। শেষ দিকে চালিয়ে খেলে জসপ্রীত বুমরাহ ১৩ বলে ২০ রানে অপরাজিত থাকেন।

জবাবে প্রথম বলেই বেন ডাকেটকে (০) ফিরিয়েছিলেন বুমরাহ। কিছু ক্ষণ পর ফেরেন জেকব বেথেলও (৪)। হ্যারি ব্রুক (১৬), স্যাম কারেন (২৬), জস বাটলারেরাও (১৫) রান পাননি। ইংল্যান্ড এক সময় ১২৫/৫ হয়ে গিয়েছিল। ভারতের সামনে বাকি পাঁচ উইকেট ফেলে দেওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না।

তখনই ইংল্যান্ডের পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়ান রুট। সঙ্গে রান জ্যাকসকে (৩০)। প্রথমে জ্যাকস, পরে অ্যাটকিনসনকে (অপরাজিত ২৩) নিয়ে ইংল্যান্ডকে জিতিয়ে দেন। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি শতরান পেলেন না। আটকে থাকতে হল ৯৯-তেই।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাধা কাটিয়ে আজ শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা প্রো কাবাডি লীগ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্ধারিত সময়ে শুরু হতে না পারলেও, সমস্ত বাধা কাটিয়ে অবশেষে আগামীকাল, শনিবার থেকে সাড়ম্বরে মাঠে গড়াচ্ছে প্রথম বর্ষ ত্রিপুরা প্রো কাবাডি লীগ। উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই, রবিবার সন্ধ্যা ছয়টায় অরুন্ধতীনগর পুলিশ মাঠে এই জাঁকজমকপূর্ণ দিবারাত্রির আসরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। রাজ্যের আইজিপি মনচাক ইপ্পার এই মেগা টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করার কথা এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্রীড়া দপ্তরের পদাধিকারী এল ডারলং সহ ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ও ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল আয়োজক এগিয়ে চলো সংঘ ও এভিপিভি নর্থ দলের। কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে শেষ মুহূর্তে টুর্নামেন্টটি স্থগিত রাখতে বাধ্য হন উদ্যোক্তারা। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামীকাল থেকেই আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে এই ক্রীড়া উৎসব।রাজ্য কাবাডি সংস্থার উদ্যোগে এবং এগিয়ে চলো সংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত পুরুষ বিভাগের এই আকর্ষণীয় টুর্নামেন্টে মোট আটটি শক্তিশালী দল অংশ নিচ্ছে। দলগুলো হলো মাতাবাড়ি শক্তিপীঠ, এভিপি নর্থ (এবিপিভি), সংবাদ উত্তরণ, এগিয়ে চলো সংঘ, এন এস আরসিসি, মহাবীর প্লে সেন্টার, আর্মি লাভার এবং ত্রিবেণী সংঘ। রাজ্যে কাবাডির মানোন্নয়ন ও নতুন খেলোয়াড় তুলে আনার লক্ষ্যে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের জন্য সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি প্রাইজমানি হিসেবে যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। খেলা শুরু হওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে নতুন করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। টুর্নামেন্টটি সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে রাজ্য কাবাডি সংস্থা এবং আগামীকাল থেকেই অরুন্ধতীনগর পুলিশ মাঠে দলগুলোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকরা।

বি-ডিভিশন ফুটবল, নৈশালোকে সরোজ -ত্রিবেণী মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আগামীকাল, শুক্রবার এক হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টায় কৃত্রিম আলোয় (নৈশালোকে) টুর্নামেন্টের সপ্তম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ত্রিবেণী সংঘ ও সরোজ সংঘ। চলতি লিগে দুই দলের পক্ষেই এটি দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে গত ১৩ জুলাই ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দুর্দান্তভাবে অভিযান শুরু করেছিল ত্রিবেণী সংঘ। প্রথম ম্যাচ থেকে পুরো ৩ পয়েন্ট পকেটে পুরে আজ মাঠে নামছে তারা। ফ্লাডলাইটের আলোয় এই দুই শক্তিশালী দলের দ্বৈরথ ঘিরে ইতিমধ্যেই স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।অন্য দিকে, সরোজ সংঘও তাদের প্রথম ম্যাচে গত ১৪ জুলাই নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে টুর্নামেন্টে দাপুটে সূচনা করেছিল। একটি করে ম্যাচ খেলে দুই দলের সংগ্রহেই বর্তমানে সমসংখ্যক ৩ পয়েন্ট রয়েছে। তবে গোল পার্থক্যের নিরিখে বেশ সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে সরোজ সংঘ, যার ফলে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে তারা। আজকের ম্যাচে যে দলই জয়ী হবে, তারাই পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে যাবে। ফলে আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় যে একটি হাড্ডাহাড্ডি ও আকর্ষণীয় ফুটবল ম্যাচ দেখা যাবে, তা বলাই বাহুল্য।

বিশ্বকাপ ফাইনালে গুরু-শিষ্যের লড়াই

লুইস দে লা ফুয়েন্তের সঙ্গে সম্পর্কটা বেশ পুরনো লিওনেল স্কালোনির। কোচিংয়ের পাঠটা যে স্পেনের কোচের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন তিনি। এবারের বিশ্বকাপের ফাইনালে গুরুর মুখোমুখি হওয়ার আগে বিশেষ এক অনুভূতি কাজ করছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী কোচের।

আটলান্টায় উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। ৮৪তম মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থাকা দল অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা দ্বিতীয়বার ও গত চার আসরে তৃতীয়বার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।

৫৫তম মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। বক্সের বাইরে থেকে এন্সো ফের্নান্দেসের জোরালো শটের চোখধাঁধানো গোল ৮৫তম মিনিটে সমতায় ফেরায় আর্জেন্টিনাকে। পরে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন লাউতারো মার্তিনেস। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দুটি গোলেই অবদান রাখেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি।

ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে প্রতিপক্ষ হিসেবে আর্জেন্টিনাকে চেয়েছিলেন স্পেনের কোচ দে লা ফুয়েন্তে। আর সেমি-ফাইনাল ম্যাচের আগে স্কালোনি বলেছিলেন, ফাইনালে উঠতে না পারলে গুরুকে কল দেবেন তিনি। কিন্তু এখন তো দে লা ফুয়েন্তের দলের বিপক্ষেই লড়তে হবে তাকে।

ইংল্যান্ডকে হারানোর পর স্কালোনি তুলে ধরেন দে লা ফুয়েন্তের সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কের কথা।"লুইস শুধু আমার কোচিং কোর্সের শিক্ষকই ছিলেন না, তার সঙ্গে আমার বিশেষ একটি সম্পর্কও রয়েছে। এখন ফাইনালে আমরা একে অপরের মুখোমুখি হচ্ছি। কাতার বিশ্বকাপের পর একটি ফোরামে তার সঙ্গে আমার বিশেষ একটি আলাপ হয়েছিল। সবাই জানে, আমি স্পেনে থাকি এবং আমার পরিবারও সেখানে থাকে। তবে রোববারের ম্যাচে তার জন্য আমার খারাপই লাগবে"

ক্যারিয়ারের দীর্ঘ একটা সময় স্পেনে কাটিয়েছেন মেসি। বার্সেলোনার কিংবদন্তি এখন খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামির হয়ে। স্পেনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ম্যাচে এই মহাতারকার খেলার উপভোগ করবেন স্প্যানিশরাও, মনে করছেন স্কালোনি।

"মেসি এই দেশকে অনেক আনন্দ এনে দিয়েছে। সে কি, এটা তাদের বুঝতে হবে। আর আশা করি রোববার স্পেনও তার খেলা উপভোগ করবে।"

আগামী ২০ জুলাই নিউ ইয়র্কে পর্দা নামবে এবারের বিশ্বকাপের।

বি-ডিভিশন ফুটবল: নবোদয় সংঘ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের লড়াই আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আগামীকাল এক হাইভোল্টেজ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্টের ৮ম ম্যাচে মুখোমুখি হবে নবোদয় সংঘ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল চারটে থেকে শুরু হবে এই ফুটবল দ্বৈরথ। লিগের নকশায় দুদলের পক্ষেই এটি দ্বিতীয় ম্যাচ হতে চলেছে। ঘরের মাঠে নিজেদের প্রমাণ করতে এবং লিগ টেবিলে সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছাতে দুই দলই আগামীকাল মাঠের লড়াইয়ে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। আসন্ন এই ম্যাচটিকে ঘিরে দুপক্ষের শিবিরেই টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে, কারণ প্রথম খেলায় দুই দলের ভাগ্য দুরকম হয়েছিল। গত ১৪ জুলাই নিজেদের প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের কাছে ০-৫ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়ে বেশ ব্যাকফুটে রয়েছে নবোদয় সংঘ। ফলে তাদের ঝুলিতে এখনও কোনো পয়েন্ট আসেনি। অন্যদিকে, ১৫ জুলাই মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র করে ১ পয়েন্ট পকেটে পুরেছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে নবোদয় সংঘ যেখানে মরিয়া হয়ে প্রথম পয়েন্টের খোঁজে নামবে, ঠিক সেখানেই স্পোর্টস স্কুল চাইবে ড্রয়ের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট তুলে নিয়ে মাঠ ছাড়তে।

সোনার তরী ফুটবল লিগ : বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম জয়ের মুখ দেখল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ২-০ গোলে পরাজিত করে তারা। এর আগে গত ১৩ জুলাই নিজেদের প্রথম ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ২-৪ গোলের ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। আজকের ম্যাচে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায় তারা। দলের হয়ে ৬৮ মিনিটে প্রথম গোলটি করে ডেডলক ভাঙেন বিশাল জমাতিয়া এবং ৮২ মিনিটে প্রবীর জমাতিয়া আরও একটি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। অবশ্য খেলার শুরুতেই, মাত্র ৭ মিনিটের মাথায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের অনন্ত হরি জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। আজকের ম্যাচটি মাঠে থেকে পরিচালনা করেন রেফারি রক্তিম সাহা, খোকন সাহা, অরিন্দম মজুমদার ও জামাল হোসেন।অন্যদিকে বীরেন্দ্র ক্লাবের জন্যও এটি ছিল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচ। গত ১২ জুলাই লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাবের কাছে ১-৩ গোলের ব্যবধানে হেরেছিল তারা; ফলে আজকের ম্যাচটিতেও হারের মুখ দেখে টুর্নামেন্টে বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গেল বীরেন্দ্র ক্লাব। তবে লিগের রোমাঞ্চ জিইয়ে রেখে আগামীকাল শুক্রবার এক হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টা থেকে কৃত্রিম আলোয় (নৈশালোকে) মুখোমুখি হবে ত্রিবেণী সংঘ ও সরোজ সংঘ। ফ্লাডলাইটের আলোয় দু''দলের এই দ্বৈরথ দেখার জন্য ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

প্রথমবারের বিশ্বকাপজয়ীরা পাবেন চ্যাম্পিয়নশিপ রিং

বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি এত দিন ছিল সোনালি ট্রফি আর গলায় ঝোলানো পদকে। এবার সেই স্মৃতি জায়গা করে নেবে আঙুলেও। ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হবে 'চ্যাম্পিয়নশিপ রিং।'ফিফা জানিয়েছে, বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম বিজয়ীদের জন্য এমন বিশেষ সম্মাননা চালু করা হলো। যুক্তরাষ্ট্রের এনবিএ, এনএফএল কিংবা এমএলবির মতো জনপ্রিয় লিগগুলোতে চ্যাম্পিয়নশিপ রিংয়ের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। সেটিই উত্তর আমেরিকা আয়োজিত ফিফার সবচেয়ে বড় আসরের মধ্য দিয়ে ফুটবলে প্রবেশ করছে।ফিফা ওয়েবসাইটে চ্যাম্পিয়নশিপ রিংয়ের খবর দিয়ে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপের বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে মোট ২ হাজার ২৬টি রিং তৈরি করা হবে। এর মধ্যে মাত্র ৩০টি থাকবে চ্যাম্পিয়ন দলের খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের জন্য। বাকি ১৯৯৬টি রিং অফিশিয়াল লাইসেন্সপ্রাপ্ত পণ্য হিসেবে বিশ্বজুড়ে সমর্থকদের জন্য বাজারে আনা হবে।রিংয়ের এক পাশে থাকবে বিশ্বকাপ ট্রফির নকশা। অন্য পাশে থাকবে চ্যাম্পিয়ন দলের পরিচয়, রং ও প্রতীক। বিজয়ী দলের জন্য তৈরি প্রতিটি রিং হবে আলাদা সিরিয়াল নম্বরযুক্ত। যিনি এর মালিক হবেন, তার আঙুলের মাপ অনুযায়ী তৈরি করা হবে, সঙ্গে থাকবে সত্যায়নপত্র (সার্টিফিকেট অব অথেনটিসিটি)। ফাইনাল শেষে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চেই বিজয়ী দলের অধিনায়ক ও প্রধান কোচকে স্মারক হিসেবে অস্থায়ী রিং দেওয়া হবে। পরে খেলোয়াড় ও স্টাফদের সঠিক মাপ অনুযায়ী ৩০টি রিং তৈরি করে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।এবারের ফাইনালে আর্জেন্টিনা নামছে চতুর্থ শিরোপার জন্য, স্পেন নামছে দ্বিতীয় শিরোপার জন্য। যে দলই জিতুক, ট্রফি আর স্বর্ণপদকের পাশাপাশি তারাই হবে বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম দল, যাদের আঙুলে উঠবে ফিফার নতুন এই 'চ্যাম্পিয়নশিপ রিং'।

গত মার্চে ফিনালিস্সিমায় দেখা হওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টিনা ও স্পেনের। কিন্তু ইরান যুদ্ধের ডামাডোলে ম্যাচটি বাতিল হয়ে যায়। দুই দল এবার আরও বড় মঞ্চে, বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায়। ইংল্যান্ডকে হারানোর পর আর্জেন্টাইন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার লেয়ান্দ্রো পারেদেস সতর্ক করে দিলেন দলকে। বললেন, স্পেনের বিপক্ষে ফাইনাল হবে ভীষণ কঠিন।

আটলান্টায় বুধবার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে শুরুতে পিছিয়ে পড়ার পর, দারুণ প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে রোববার তারা নিউ ইয়র্কে মুখোমুখি হবে স্পেনের।গ্রুপ পর্বের দাপুটে পথচলার পর নকআউট পর্বে এসে ধুঁকতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। ইংল্যান্ড ম্যাচেও শুরুতে তারা পিছিয়ে পড়ে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে। শেষ দিকে এন্সো ফের্নান্দেস ও লাউতারো মার্তিনেসের লক্ষ্যভেদে জয়ের বন্দরে পৌঁছায় শিরোপাধারীরা। ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে ফাইনালের মঞ্চে ওঠার তৃপ্তি ঝরল পারেদেসের কণ্ঠে।"ম্যাচের ফল এবং প্রতিপক্ষ একপাশে রাখলে, আমরা খুবই ভালো একটা ম্যাচ খেললাম; পুরো ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করেছি। যখন তারা গোল করল, ওই একটা সময়ই আমরা কেবল ভুগেছি। তবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি এবং বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছি।"

এই ম্যাচের আগে ফকল্যান্ড যুদ্ধ, আসকেতা স্টেডিয়ামে দিয়েগো মারাদোনার সেই আলোচিত ও বিতর্কিত দুই গোলসহ আরও অনেক বৈরিতার অতীত ফিরে এসেছিল তর্কের টেবিলে।

জানি মারাদোনা উপরে বসে হাসছেন, এই জয় ওঁকে উপহার দিলাম!

দিয়েগো মারাদোনার পথেই হেঁটেছেন লিয়োনেল মেসি। ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে মারাদোনার জোড়া গোলে হেরেছিল ইংল্যান্ড। এ বার মেসি জোড়া গোল করিয়েছেন। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শেষে মেসি জানালেন, এই জয় প্রয়াত দিয়েগো মারাদোনাকে উৎসর্গ করেছেন তিনি।খেলা শেষে মেসি বলেন, "আমি নিশ্চিত, দিয়েগো উপরে বসে হাসছেন। এই দিনটা ওঁর কাছেও বিশেষ দিন হয়ে রইল। ওঁকে এই আনন্দ দিতে পেরে আমরা খুশি। এই জয় ওঁকে উপহার দিলাম।"এ বারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনায় একমাত্র দল, যারা এখনও পর্যন্ত সব ম্যাচ জিতেছে। কিন্তু তার পরেও বার বার তাদের নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। ফিফা আর্জেন্টিনাকে সুবিধা দিয়েছে, এই কথা শুনতে হয়েছে। সেমিফাইনালে পিছিয়ে থেকেও ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সব সমালোচনার জবাব দিয়েছে আর্জেন্টিনা।মেসি জানেন, এই ম্যাচ হারলে কী কী শুনতে হত তাঁদের। আপাতত সকলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন তাঁরা। মেসি বলেন, "আর্জেন্টিনার মানুষের ধর্মটাই এই। আমরা সব সময় আরও বেশি চাই। আমাদের মন ভরে না। আমি জানি, এই ম্যাচে হারলে অনেকে বাজে কথা বলত। ওদের সুযোগই দিইনি। সকলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি।"বিশ্বকাপের মঞ্চে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচ মানেই তার গুরুত্ব আলাদা। দু'দেশের সম্পর্কের কারণেই এই লড়াইয়ের সূত্রপাত। আর তাই এই লড়াইয়ে জেতার আনন্দও আলাদা। খেলা শেষে মেসি বলেন, "এটা বিশ্বকাপের আরও একটা ম্যাচ হলেও বাকি ম্যাচের থেকে আলাদা। সমর্থকেরা এই জয়টা চেয়েছিল। কারণ, ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। সেটা আমরা সমর্থকদের দিতে পেরেছি।"মেসি-সহ পুরো আর্জেন্টিনা দল এই প্রথম বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলল। কিন্তু ১৯৬৬, ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের লড়াইয়ের কথা তাঁদের জানা। ফকল্যান্ড যুদ্ধ তাঁদের স্মৃতিতে। তাই পিছিয়ে পড়ার পর যে লড়াইটা আর্জেন্টিনা করেছে তা ফুটবল ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। মেসি জানিয়েছেন, এই ম্যাচে হারার উপায় ছিল না। তাঁদের জিততেই হত। সেটাই করেছেন তাঁরা। মেসি বলেন, "আর্জেন্টিনার কেউ এই ম্যাচটা হারতে চায়নি। এই হার হজম করতে পারতাম না।

আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনালের রেফারির নাম ঘোষণা: কে এই ভিনচিচ

২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন স্লোভেনিয়ার রেফারি স্লাভকো ভিনচিচ। আগামী রোববার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা ও স্পেনের মধ্যকার শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে বাঁশি বাজাবেন ৪৬ বছর বয়সী এই রেফারি।

ফিফা যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ফাইনালের ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছে। মাঠে ভিনচিচের সহকারী হিসেবে থাকবেন তাঁরই স্বদেশি তোমাজ ক্লানচনিক ও আন্দ্রাজ কোভাচিচ। চতুর্থ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জর্ডানের আধহাম মাখাদমেহ, আর রিজার্ভ সহকারী রেফারি থাকবেন কাতারের মোহাম্মদ আলকালাফ।

২০১০ সালে ফিফার আন্তর্জাতিক রেফারির স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে দেড় দশক ধরে ইউরোপ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বড় প্রতিযোগিতায় রেফারিং করে আসছেন ভিনচিচ। ক্লাব ফুটবলে ২০২৪ সালে রিয়াল মাদ্রিদ-বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালের বাঁশি ছিল তাঁর হাতে।

ফিফা বিশ্বকাপে ভিনচিচের অভিষেক ২০২২ সালে কাতারে। সেবার দুটি ম্যাচ পরিচালনার পর এবার ২০২৬ আসরে এরই মধ্যে তিনটি ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন। গ্রুপ পর্বে ব্রাজিল-মরক্কো ও জর্ডান—আলজেরিয়া এবং শেষ বত্রিশে মেক্সিকো-ইকুয়েডরের ম্যাচ ছিল তাঁর দায়িত্বে। সব মিলিয়ে আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল হবে তাঁর ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ম্যাচ এবং চলতি আসরের চতুর্থ।

এখন পর্যন্ত মাত্র একবারই আর্জেন্টিনা ম্যাচে দেখা গেছে ভিনচিচকে। সেটি ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে ২-১ গোলে হেরে ৩৬ ম্যাচের অপরাজিত থাকার রেকর্ড হারিয়েছিল লিওনেল মেসির দল। ম্যাচের সপ্তম মিনিটে লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে ফাউলের জন্য পেনাল্টি দিয়েছিলেন ভিনচিচ, যেখান থেকে গোল করেছিলেন মেসি। ম্যাচটিতে সৌদি আরবের ছয় খেলোয়াড় হলুদ কার্ড দেখলেও আর্জেন্টিনার কেউ দেখেননি।

স্পেনের সঙ্গে ভিনচিচের পরিচয় বেশ পুরোনো। ২০১৭ সালে কলম্বিয়ার বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ দিয়ে শুরু। এরপর ২০২০ ইউরোয় স্পেন-সুইডেন ম্যাচ এবং ২০২৩ উয়েফা নেশনস লিগের সেমিফাইনালে স্পেন-ইতালি ম্যাচও পরিচালনা করেন তিনি।

লামিনে ইয়ামালের সঙ্গেও ভিনচিচের দুটি স্মরণীয় ম্যাচ আছে। ২০২৪ ইউরোয় ইতালির বিপক্ষে স্পেনের ১-০ ব্যবধানে জয় এবং সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জেতা ম্যাচের বাঁশি ছিল ভিনচিচের হাতে। ফ্রান্সের বিপক্ষে সেই ম্যাচেই দুর্দান্ত দূরপাল্লার গোলে আলোচনায় এসেছিলেন ইয়ামাল।সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেওয়ার পর মেসি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "গত চার বছর ধরে আমরাই সেরা দল। এটা আপনার পছন্দ হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। কে কী বলল, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা আরও এক বার নিজেদের প্রমাণ করেছি। বিশ্বকাপের সেরা দু'দলের মধ্যে একটা আর্জেন্টিনা। আমরা মাঠে খেলে প্রমাণ করেছি। এর মধ্যে ফাঁকতালে পাওয়ার কিছু নেই। আর্জেন্টিনাকে কেউ কিছু পাইয়ে দেয়নি।"

দেশের মধ্যে রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ পঞ্চায়েত এ ক্যাটাগরিতে চলে এসেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ জুলাই : মানুষের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই হচ্ছে আমাদের উন্নয়নের মানদণ্ড। সকল স্তরের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে হবে। সারা দেশের মধ্যে রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ পঞ্চায়েত এ ক্যাটাগরিতে চলে এসেছে। আজ এডি নগরস্থিত গ্রাম স্বরাজ ভবনে রাজ্য ভিত্তিক পঞ্চায়েত পুরস্কার বিতরণ ২০২৬ - ২৭ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, পঞ্চায়েত স্তরে কাজের নিরিখে আমরা সর্বভারতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হয়েছি। পঞ্চায়েত দপ্তর সঠিক দিশায় কাজ করছে। পঞ্চায়েতের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। দেশ ও রাজ্যকে বিকশিত করতে হলে পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করতে হবে। ৭৫ শতাংশ হচ্ছে গ্রামীণ এলাকা। আমাদের লোকসংখ্যারও ৭৫ শতাংশ গ্রাম ও পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাস করেন। কাজেই তাদের উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও পঞ্চায়েতগুলির স্বাবলম্বী হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রযুক্তিকেও সেখানে যুক্ত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন গ্রামের উন্নয়ন না হলে বিকশিত ভারত ২০৪৭ সম্ভব নয়।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের মূল উৎস হচ্ছে গ্রাম। আগে যারা দেশ শাসন করেছেন তারা গ্রামকে উন্নয়ন না করে শহর ভিত্তিক উন্নয়ন করেছেন। আর জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রামগুলির উন্নয়ন সম্ভব। আজ বিভিন্ন প্যারামিটারে ৫১টি পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্তরে অনেক পুরস্কার পেয়েছে ত্রিপুরা। এরমধ্যে সিপাহীজলা জেলা সেরা জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দেশের সেরা হেলি পঞ্চায়েত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠ পুর ভিলেজ কমিটি ওমেন্স ফ্রেন্ডলি পঞ্চায়েত হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এছাড়াও মোহনপুর ব্লকের বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত জাতীয় ই গভর্নেন্স অ্যাওয়ার্ড পদক অর্জন করেছে। পরপর দুবছর এই সম্মান লাভ করে এই গ্রাম পঞ্চায়েত। এভাবে আমরা উদাহরণ তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছি। বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত বুটিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে এসেছে। এধরনের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ভারতবর্ষের আর কোন পঞ্চায়েতে পরিলক্ষিত হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, আমাদের ত্রিপুরা জাতীয় স্তরে এখন নানাভাবে প্রতিযোগিতায় চলে এসেছে। এরজন্য প্রধানমন্ত্রীও আমাদের প্রশংসা করছেন। আর পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে আমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেড়ে গিয়েছে। এজন্য আরো বেশি পরিশ্রম করতে হবে এবং কাজ করতে হবে। এখন ত্রিপুরার নাম সর্বভারতীয় স্তরে অনেকে জানতে পারছেন। রাজ্যের মানুষের জীবন মান উন্নত করতে আরো কাজ করতে হবে। সকল স্তরের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে হবে। সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের মুখে হাসি ফুটলেই আমাদের আসল সাফল্যের চাবিকাঠি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার এবং সাধারণ মানুষকে নিয়েই কাজ করতে হবে। আর এটাই গণতন্ত্রের মূল বিষয়। মানুষের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনাই হচ্ছে আমাদের উন্নয়নের মানদণ্ড। বিভিন্ন প্যারামিটারে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ফ্রন্ট রানার হিসেবে পঞ্চায়েতগুলি এ ক্যাটাগরিতে চলে এসেছে। প্রায় ৮০ শতাংশ পঞ্চায়েত এ ক্যাটাগরিতে চলে এসেছে। দেশের সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত ব্লক এবং সর্বোচ্চ স্কোর প্রাপ্ত জেলার সবগুলি ত্রিপুরার। এক্ষেত্রে প্রশাসনের আধিকারিক, সাধারণ মানুষ, জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার অবদান রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে সহ জেলা সভাধিপতি, সহ সভাধিপতি, চেয়ারম্যান, প্রধান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

ধর্মনগরে বাড়ছে মাদক কারবার ও চুরির অভিযোগ, উদ্বিগ্ন শহর বাসী

ধর্মনগর , ১৭ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে মাদক কারবার এবং চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদকের অবাধ কারবার চললেও তা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। একইসঙ্গে শহরের ৯৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা অচল থাকায় অসাধু চক্র সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বলেও দাবি উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, ধর্মনগর আইএসবিটি সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি দোকান এবং রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় কিছু ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মাদক বিক্রির সঙ্গে যুক্ত। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং অভিযুক্তদের বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়া একাংশ যুবক অর্থের জোগান দিতে বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে বাড়ি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লাগানো এয়ার কন্ডিশনারের তামার পাইপ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে সেগুলি ভাঙারি ও পুরনো লোহা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে বলে স্থানীয় মহলের একাংশের দাবি।

নাগরিকদের বক্তব্য, শহরের বহু সিসিটিভি ক্যামেরা দীর্ঘদিন ধরে বিকল অবস্থায় থাকায় অপরাধীদের শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে চুরি, মাদক কারবারসহ বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ড রোধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজও ব্যাহত হচ্ছে বলে তাদের অভিযোগ।

এদিকে, পদ্মপুর এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি এবং বটরসি ও রেলগেট-দুর্গাপুর এলাকার কয়েকটি ভাঙারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চুরি হওয়া সামগ্রী কেনাবেচার অভিযোগও তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি সংস্থা বা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।

সচেতন মহলের দাবি, ধর্মনগরে মাদক কারবার, চুরি এবং চোরাই মাল কেনাবেচার অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া জরুরি। পাশাপাশি, তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানানো হয়েছে।

যতনবাড়িতে যুবকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য শ্বশুরের বিরুদ্ধে পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: গোমতী জেলার করবুক মহকুমার যতনবাড়ি এলাকার ঈশ্বরটিলায় এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম প্রদীপ দাস(৩৩)। ঘটনাকে ঘিরে মৃতের বাবা সুকুমার দাসের বিরুদ্ধে পুত্রবধূকে জোরপূর্বক যৌন নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও পর্যন্ত পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রদীপ দাসের স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর শ্বশুর সুকুমার দাস জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন। অভিযোগ আরও, ওই নারী বর্তমানে চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বিষয়টি জানতে পেরে প্রদীপ দাস মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এরপর তিনি আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ সুকুমার দাসকে মারধর ও অপদস্থ করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর পেয়ে নতুনবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সুকুমার দাসকে থানায় নিয়ে যায়।পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটির সব দিক গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। যুবকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ, আত্মহত্যার অভিযোগ, পুত্রবধূর ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

খারচি পূজার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা, ২২ জুলাই থেকে শুরু সাতদিনের ঐতিহ্যবাহী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা , ১৭ জুলাই: রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় উৎসব খারচি পূজা ও মেলাকে ঘিরে জোরকদমে চলছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। আগামী ২২ জুলাই থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে সাতদিনব্যাপী এই ঐতিহ্যবাহী পূজা ও মেলা। উৎসবকে সামনে রেখে শুক্রবার মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শনে যান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

পরিদর্শন দলে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার নমিত পাঠক-সহ বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধতন আধিকারিকরা। তারা মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখে প্রস্তুতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খারচি পূজা উপলক্ষে প্রতি বছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি দেশের নানা রাজ্য থেকেও অসংখ্য ভক্ত ও পর্যটক মেলায় অংশ নিতে আসেন। সেই কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

পরিদর্শনের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, মেলা প্রাঙ্গণের পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার বলেন, খারচি পূজা ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব। তাই উৎসবকে ঘিরে যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয় এবং ভক্তরা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন পরিবেশে পূজা ও মেলায় অংশ নিতে পারেন, সে লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রেখে খারচি পূজা ও মেলাকে সুষ্ঠু, নিরাপদ এবং সফলভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বাকি কাজও সম্পূর্ণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

যাত্রাপুরে রাবার বাগান থেকে ৪৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, মালিকের খোঁজে পুলিশ

আগরতলা, ১৭ জুলাই: গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৪৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। তবে উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ মাদক কারা সেখানে রেখে গিয়েছিল, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত ঠাম্মামুড়া গ্রামের সংলগ্ন একটি রাবার বাগানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি বস্তায় ভরা শুকনো গাঁজা পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ। খবর পাওয়ার পরই যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিকের নেতৃত্বে একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে দুটি বস্তা থেকে মোট ৪৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য থানায় নিয়ে আসা হয় এবং তা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, গোপন খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ নির্দিষ্ট স্থানে অভিযান চালায়। তবে প্রবল বৃষ্টির কারণে অভিযানে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার প্রকৃত মালিক বা পাচারচক্রের সঙ্গে কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে।

মনুতে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, এলাকায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৭ জুলাই: ধলাই জেলার মনু থানার অন্তর্গত বিজয় গিরি দেওয়ানপাড়া এলাকায় পুলিশ গাড়ি ও একটি আল্টো গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ওই দুর্ঘটনার পর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সংঘর্ষের জেরে দুটি গাড়িরই সামনের অংশে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার সঠিক কারণও তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার নেপথ্যে কী কারণে এই মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

রথযাত্রার দিন দুঃসাহসিক চুরি তদন্তে পুলিশ

আগরতলা, ১৭ জুলাই: রথযাত্রা উপলক্ষে পরিবারের সকল সদস্য বাড়ির বাইরে ছিলেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। দুর্বৃত্তরা বাড়ির দরজা ভেঙে নগদ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোটি টাকার শপিং কমপ্লেক্স, তবু বন্ধ দরজা, প্রশ্নের মুখে প্রকল্প

আগরতলা, ১৭ জুলাই: সোনামুড়া শহরের বুকে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত অত্যাধুনিক শপিং কমপ্লেক্সটি এখনও সম্পূর্ণরূপে চালু না হওয়ায় ক্ষোভ ও প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রকল্পটি। স্থানীয় ব্যবসায়িক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করার লক্ষ্যেই এই বহুতল শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও প্রকল্পটি এখনও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত বিরোধ, আইনি জটিলতা, ভবনের কিছু কাঠামোগত ত্রুটি, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে বিলম্ব, দোকান বণ্টন নিয়ে মতবিরোধ এবং বিদ্যুৎ, পানীয় জল, সংযোগ সড়ক ও ড্রেনেজের মতো মৌলিক পরিকাঠামোর ঘাটতির কারণেই শপিং কমপ্লেক্সটি কার্যকর করা যাচ্ছে না।

এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, জনসাধারণের করের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। তাদের বক্তব্য, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যয় হওয়ার কথা। অথচ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প বছরের পর বছর ব্যবহারহীন পড়ে থাকায় সেই উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রকল্পটি কেন এখনও চালু করা যায়নি, তার প্রকৃত কারণ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি বিলম্বের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্রুত শপিং কমপ্লেক্সটি সাধারণ মানুষের জন্য চালু করার উদ্যোগ নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তারা।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও নেশামুক্ত ত্রিপুরার দাবিতে আগরতলায় ডিওয়াইএফআই-টিওয়াইএফ-এর মিছিল, ডিজিপির কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন এবং বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক দাবি আদায়ের দাবিতে শুক্রবার আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল বামপন্থী যুব সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই) এবং ত্রিপুরা যুব ফেডারেশন (টিওয়াইএফ)।

এদিন ছাত্র-যুব ভবন থেকে সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে ত্রিপুরা পুলিশ সদর দপ্তরে পৌঁছায়। সেখানে সংগঠনের প্রতিনিধিদল ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি)-এর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক সাংবাদিকদের বলেন, গত আট বছরে রাজ্যে আইনের শাসনের অবনতি ঘটেছে বলে তাঁদের অভিযোগ। তাঁর দাবি, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং রাজ্যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি মাদক কারবার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

পলাশ ভৌমিকের দাবি, রাজ্যে চুরি, ছিনতাই-সহ বিভিন্ন অপরাধের ঘটনা বেড়েছে। পাশাপাশি নারী, যুবতী ও স্কুলছাত্রীদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনাও উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও সংগঠনের পক্ষ থেকে ডিজিপির কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, মাদক কারবারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিই এই ডেপুটেশনের মূল উদ্দেশ্য।

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশালগড়ে সিপিআই(এম)-এর মিছিল, জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জুলাই: বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল, পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবায় লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতির প্রতিবাদে শুক্রবার বিশালগড়ে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল সিপিআই(এম)-এর বিশালগড় মহকুমা কমিটি।

শুক্রবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জের দুর্গাদাস শিকদার স্মৃতি ভবনের সামনে থেকে একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলে সিপিআই(এম)-এর নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নিয়ে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি, পেট্রোল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন সমস্যা এবং সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। মিছিলটি বিশ্রামগঞ্জ বাজারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। পরে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসকের উদ্দেশে নয় দফা দাবিপত্র সম্বলিত একটি ডেপুটেশন পেশ করা হয়।

এ বিষয়ে সিপিআই(এম) বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থপ্রতিম মজুমদার জানান, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন সমস্যা-সহ জনজীবনের সঙ্গে জড়িত একাধিক ইস্যুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে নয় দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

জনগণনা ২০২৭: অনলাইনে স্ব-গণনায় সামিল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ জুলাই: জনগণনা শুধুমাত্র একটি পরিসংখ্যান নয় বরং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অন্যতম ভিত্তি। আজ নিজের সরকারি বাসভবনে স্ব-গণনার মাধ্যমে জনগণনা ২০২৭-এর প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তিনি নিজেই অনলাইনে নিজের তথ্য নিবন্ধন করেন। এর মাধ্যমে তিনি জনগণনা ২০২৭-এ স্ব-গণনার প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার বার্তা দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণনা ২০২৭-কে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে, স্ব-গণনার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এইবারের জনগণনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বটতলা বাজারের যানজট নিরসন ও আধুনিকীকরণে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক মেয়রের

আগরতলা, ১৭ জুলাই: আগরতলা শহরের ব্যস্ততম বটতলা বাজার এলাকার যানজট সমস্যা দূর করা এবং বাজারটিকে সম্পূর্ণ আধুনিক রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে বটতলা বাজারের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বাজার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের কমিশনার সাজু ওয়াহিদ, কর্পোরেটর নীতু দে, কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী, মনোনীত কর্পোরেটর তথা প্রদেশ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি মনোজ কান্তি দেবরায় সহ বাজারের ব্যবসায়ীরা।

মেয়র দীপক মজুমদার জানান, বটতলা বাজারের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে দুর্গা চৌমুহনী বাজার, লেক চৌমুহনী বাজার এবং বর্ডার গোলচক্কর বাজারের উন্নয়নমূলক কাজও হাতে নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, মহারাজগঞ্জ বাজারে ইতিমধ্যেই মাছ বাজারের উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে পুরো মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকাকে নতুনভাবে সাজিয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করা হবে। পুর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাজারগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনায় যান চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের জন্য আরও ভালো পরিকাঠামো এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বটতলা বাজারের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বাজার এলাকায় যানজট কমার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশও আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩৬০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১ লক্ষ টাকা করে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা সিড মানি দেওয়া হয়েছে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই: গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত-জার্মান যৌথ উদ্যোগে প্রায় ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে আইজিডিসি-ক্রেফল্যাট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরা ও ধলাই জেলায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৮০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ১৮০টি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ-সহ মোট ৩৬০টি গোষ্ঠীকে প্রতিটির জন্য ১ লক্ষ টাকা করে মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা সিড মানি দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা বন দপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত আইজিডিসি-ক্রেফল্যাট প্রকল্পের উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য সিড মানি, সিআইজি/জেএলজি ঋণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন। আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের পিসিসিএফ আর. কে. সামল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী, এলিমেন্ট প্রকল্পের সিইও এবং পিডি চৈতন্য মূর্তি, সিসিএফ ড. কে. শশীকুমার, ড. হন্নারেড্ডি এন, ড. ওয়াংদুপ ভুটিয়া সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী বলেন, ১৮০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ১৮০টি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপকে আর্থিক সহায়তা করায় গোষ্ঠীগুলোর আয়বর্ধক কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করতে সহায়ক হবে। যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে প্রকল্পের মাধ্যমে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম ব্যাচের ৪০ জন যুবক সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। তাদের সার্টিফিকেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি আরও ৪০ জন যুবকের দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করে বনমন্ত্রী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের তৈরি বিভিন্ন পণ্যের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে হাতে তৈরি ব্যাগ উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৫৪ হাজার সক্রিয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে, যার সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রায় ৪.৮৬ লক্ষ পরিবার। এই নারী শক্তিকে আরও এগিয়ে নিতে ইতিমধ্যে ৭৯ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ড এবং ৭১৫ কোটি টাকা কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, আইজিডিসি-ক্রেফল্যাট প্রকল্পের সিইও ও প্রকল্প অধিকর্তা এস. প্রভু। প্রকল্পের কার্যক্রম ও সাফল্য সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন ডিসিটিএ ও পিএমসি ড. ভিনসেন্ট ডার্লং। তিনি বলেন, বননির্ভর পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা এবং যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য। অনুষ্ঠানের শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে কমিউনিটি ওয়ার্কার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সহায়ক দল, সিআইজি, জেএলজি এবং বন বিভাগের কর্মীদের সম্মাননা দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas